ত্রয়োদশ অধ্যায়

দারিদ্র্য বিমোচন

দারিদ্র্য বিমোচনে সরকারের নিরলস প্রচেষ্টার ফলে বাংলাদেশে দারিদ্র্যের হার, তীব্রতা ও গভীরতা ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে। সরকারি, বেসরকারি বহুবিধ উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের সঠিক ও কার্যকর বাস্তবায়নের ফলে ১৯৯১ সালে যেখানে দারিদ্র্যের হার ছিল ৫৬.৭ শতাংশ, ২০১৬ সালে তা কমে দাঁড়িয়েছে ২৩.৫ শতাংশে। ২০২০ সালের মধ্যে দারিদ্র্যের হার ১৮.৬ শতাংশে কমিয়ে আনার প্রক্ষেপণ করা হয়েছে। দারিদ্র্য বিমোচনে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জনে সামাজিক নিরাপত্তা খাতের পরিধি ও বরাদ্দ প্রতি বছর বৃদ্ধি পাচ্ছে। সামাজিক নিরাপত্তা খাতের বরাদ্দের সঠিক বাস্তবায়নের জন্যে বাংলাদেশ সামাজিক নিরাপত্তা বিষয়ক জীবনচক্র পদ্ধতি অনুসরণ করছে। এ লক্ষ্যে জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল প্রণীত হয়েছে। ২০১৬-১৭ অর্থবছরের জাতীয় বাজেটে সামাজিক নিরাপত্তা খাতে ৪৫,২৩০ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। বাংলাদেশ সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার (এমডিজি) ক্ষুধা ও দারিদ্র্য সংশ্লিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত সময়ের আগেই অর্জন করেছে। বর্তমানে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার (এসডিজি) ক্ষুধা ও দারিদ্র্য সংশ্লিষ্ট ১ম ও ২য় লক্ষ্যমাত্রা পূরণে কাজ শুরু করেছে। দারিদ্র্য হ্রাসকরণে সরকারের গৃহীত নানা কর্মসূচি বাস্তবায়নে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ), সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (এসডিএফ)সহ বিভিন্ন সরকারি, বেসরকারি ব্যাংক এবং বেসরকারি সংস্থাসমূহ (এনজিও) কাজ করছে। ডিসেম্বর, ২০১৬ পর্যন্ত রাষ্ট্রায়ত্ত ৪টি বাণিজ্যিক ও ২টি বিশেষায়িত ব্যাংক ক্রমপুঞ্জিতভাবে ৩৯,৫৯২.৩৮ কোটি টাকা ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণ করেছে। একই সময়ে এই ৬টি ব্যাংক ক্রমপুঞ্জিতভাবে ৩৭,৪৮৮.৮৭ কোটি টাকা ঋণ আদায় করেছে। দারিদ্র্য বিমোচনে ক্ষুদ্র ঋণসহ অন্যান্য কার্যক্রম বাস্তবায়নে অর্থ বিভাগসহ আরও কিছু মন্ত্রণালয় ও সংস্থার কর্মকাণ্ড চলমান আছে।

দারিদ্র্যের মাত্রা ও বাংলাদেশের অবস্থান

রাষ্ট্র ও সমাজের আর্থ-সামাজিক অগ্রগতির একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশক দারিদ্র্য বিমোচন। সরকারের উন্নয়ন কার্যক্রম, বেসরকারি পর্যায়ে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে বিনিয়োগ এবং নানাবিধ সামাজিক উদ্যোগের সমন্বিত প্রয়াসে বিগত কয়েক দশকে বাংলাদেশে দারিদ্র্য বিমোচনে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে। 'Millennium Development Goals : End-period Stocktaking and Final Evaluation Report' অনুযায়ী বাংলাদেশে ২০০০-২০১০ সাল মেয়াদে গড়ে প্রতি বছর দারিদ্র্য কমেছে ১.৭৪ শতাংশ হারে। অথচ, সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী প্রতি বছর ১.২ শতাংশ হারে দারিদ্র্য কমানোর লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়।

১৯৯১ সালে বাংলাদেশে দারিদ্র্যের হার ছিল ৫৬.৭ শতাংশ, ২০১৬ সালে তা হ্রাস পেয়ে ২৩.৫ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা অনুযায়ী দারিদ্র্য হ্রাসের এ ধারাবাহিকতা অব্যাহত রেখে ২০২০ সালের মধ্যে দারিদ্র্যের হার ১৮.৬ শতাংশে নামিয়ে আনার লক্ষ্যমাত্রা স্থির করা হয়েছে। দারিদ্র্য বিমোচনে বাংলাদেশ উন্নয়নশীল অনেক দেশের চেয়ে এগিয়ে থাকলেও এখনো মোট জনসংখ্যার এক চতুর্থাংশ দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাস করছে। বিপুল এই জনগোষ্ঠীকে দারিদ্র্য মুক্ত করতে না পারলে কাঙ্ক্ষিত আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সম্ভবপর নয়। সে কারণে, এখনো পর্যন্ত দেশের সকল ধরনের নীতি নির্ধারণ ও উন্নয়ন কৌশলের অন্যতম লক্ষ্য হচ্ছে দারিদ্র্য বিমোচন। দারিদ্র্য হ্রাস পাওয়ায় মানব উন্নয়ন সূচকেও বাংলাদেশ লক্ষণীয় অগ্রগতি অর্জন করেছে। ২০১৬ সালের বৈশ্বিক মানব উন্নয়ন সূচকে (HDI) বাংলাদেশ আগের বছরের তুলনায় তিন ধাপ এগিয়েছে। Human Development Report - 2016 অনুযায়ী বিশ্বের ১৮৭টি দেশের মধ্যে মানব উন্নয়নে বাংলাদেশের অবস্থান ১৩৯তম। প্রতিবেদন অনুযায়ী তালিকাভুক্ত ১০২টি দেশের মধ্যে Multi-Dimensional Poverty Index (MPI) এ বাংলাদেশের মান ২০১৬ সালে ০.১৮৮ এ উন্নীত হয়েছে, যা ২০০৭ সালে ছিল ০.২৩৭।

বাংলাদেশে দারিদ্র্য পরিমাপ

১৯৭৩-৭৪ অর্থবছরে বাংলাদেশের প্রথম খানা ব্যয় জরিপ (Household Expenditure Survey-HES) পরিচালিত হয়। পরবর্তীকালে ১৯৯১-৯২ সাল পর্যন্ত আরও কয়েকটি জরিপ পরিচালনা করা হয়। খাদ্য শক্তি গ্রহণ (Food Energy Intake-FEI) এবং প্রত্যক্ষ ক্যালরি গ্রহণ (Direct Calory Intake-DCI) পদ্ধতিকে ভিত্তি ধরে

এসব জরিপ পরিচালনা করা হয়। দৈনিক জনপ্রতি ২,১২২ কিলোক্যালরির নিচে খাদ্য গ্রহণকে অনপেক্ষ দারিদ্র্য (Absolute Poverty) এবং ১,৮০৫ কিলোক্যালরির নিচে খাদ্য গ্রহণকে চরম দারিদ্র্য (Hard Core Poverty) হিসেবে বিবেচনা করা হয়। ১৯৯৫-৯৬ সালে পরিচালিত খানা জরিপে প্রথমবারের মতো মৌলিক চাহিদা ব্যয় (Cost of Basic Needs-CBN) পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়। নতুন করে এই জরিপের নামকরণ করা হয় খানা আয়-ব্যয় জরিপ (Household Income and Expenditure Survey-HIES)। ২০০০, ২০০৫ ও ২০১০ সালে পরিচালিত জরিপে একই পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। এ পদ্ধতিতে দারিদ্র্য পরিমাপে খাদ্য-বহির্ভূত (Non Food) ভোগ্যপণ্য অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

২০১৬ সালে খানা আয়-ব্যয় জরিপ পরিচালনা করা হলেও এর প্রতিবেদন এখনো প্রকাশিত হয় নি। তাই, ২০১০ সালে পরিচালিত খানা আয়-ব্যয় জরিপের ভিত্তিতেই দারিদ্র্য গতিধারা তথা বাংলাদেশের দারিদ্র্য চিত্র বর্ণনা করা হলো।

দারিদ্র্যের গতিধারা

উচ্চ দারিদ্র্য রেখার হিসেব অনুযায়ী ৫ বছরের ব্যবধানে (২০০০ সাল থেকে ২০০৫ সালের মধ্যে) জাতীয় পর্যায়ে আয় দারিদ্র্যের হার কমেছে ৮.৯ শতাংশ (৪৮.৯ থেকে ৪০.০ শতাংশ)। এ সময়ে বছরে ৩.৯ শতাংশ যৌগিক হারে দারিদ্র্য হ্রাস পেয়েছে। তবে গ্রামীণ জনপদের চেয়ে শহরাঞ্চলে দারিদ্র্য কমেছে অধিক হারে (শহরাঞ্চল ৪.২ শতাংশ, পল্লী এলাকা ৩.৫ শতাংশ)। অন্যদিকে, পরের পাঁচ বছরে (২০০৫ সাল থেকে ২০১০ সালের মধ্যে) আয় দারিদ্র্য কমেছে ৮.৫ শতাংশ (৪০.০ শতাংশ থেকে ৩১.৫ শতাংশ)। দারিদ্র্য হ্রাসের বার্ষিক যৌগিক হার ৪.৬৭ শতাংশ। এ সময়েও দারিদ্র্য হার শহরের চেয়ে পল্লী এলাকায় ধীর গতিতে হ্রাস পেয়েছে (শহরাঞ্চল ৫.৫৯ শতাংশ, পল্লী অঞ্চলে ৪.২৮ শতাংশ)। ২০০৫ সাল থেকে ২০১০ সাল পর্যন্ত শহরাঞ্চলে পল্লী এলাকার তুলনায় দারিদ্র্যের গভীরতা ও তীব্রতা অধিক হারে হ্রাস পেয়েছে।

সারণি ১৩.১: আয়-দারিদ্র্যের গতিধারা

	২০১০	২০০৫	বার্ষিক পরিবর্তন (%) (২০০৫-২০১০)	২০০০	বার্ষিক পরিবর্তন (%) (২০০০-২০০৫)
মাথা-গণনা সচক					
জাতীয়	৩১.৫	৪০.০	-৪.৬৭	৪৮.৯	-৩.৯
শহর	২১.৩	২৮.৪	-৫.৫৯	৩৫.২	-৪.২
পল্লী	৩৫.২	৪৩.৮	-৪.২৮	৫২.৩	-৩.৫
দারিদ্র্য ব্যবধান					
জাতীয়	৬.৫	৯.০	-৬.৩০	১২.৮	-৬.৮০
শহর	৪.৩	৬.৫	-৭.৯৩	৯.১	-৬.৫১
পল্লী	৭.৪	৯.৮	-৫.৪৬	১৩.৭	-৬.৪৮
দারিদ্র্য ব্যবধানের বর্গ					
জাতীয়	২.০	২.৯	-৭.১৬	৪.৬	-৮.৮১
শহর	১.৩	২.১	-৯.১৫	৩.৩	-৮.৬৪
পল্লী	২.২	৩.১	-৬.৬৩	৪.৯	-৮.৭৫

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর খানা আয় ও ব্যয় জরিপ, ২০১০

মাথাপিছু মাসিক আয়, ব্যয় ও ভোগ-ব্যয়

সারণি ১৩.২ এ ১৯৯৫-৯৬ থেকে সাল ২০১০ সাল পর্যন্ত পরিচালিত খানা আয়-ব্যয় জরিপের আলোকে খানার মাসিক নামিক (Nominal) আয়, ব্যয় এবং ভোগব্যয় এর তথ্য উপস্থাপন করা হলোঃ

সারণি ১৩.২: মাথাপিছু মাসিক আয়, ব্যয় ও ভোগ-ব্যয় পরিস্থিতি

জরিপ বৎসর	অঞ্চল	মাসিক গড় (টাকা)		
		আয়	ব্যয়	ভোগব্যয়
২০১০	জাতীয়	১১৪৮০	১১২০০	১১,০০৩
	পল্লী	৯৬৪৮	৯৬১২	৯৪৩৬
	শহর	১৬৪৭৭	১৫৫৩১	১৫২৭৬
২০০৫	জাতীয়	৭২০৩	৬১৩৪	৫৯৬৪
	পল্লী	৬০৯৬	৫৩১৯	৫১৬৫
	শহর	১০৪৬৩	৮৫৩৩	৮৩১৫
২০০০	জাতীয়	৫৮৪২	৪৮৮৬	৪৫৪২
	পল্লী	৪৮১৬	৪২৫৭	৩৮৭৯
	শহর	৯৮৭৮	৭৩৬০	৭১৪৯

জরিপ বৎসর	অঞ্চল	মাসিক গড় (টাকা)		
		আয়	ব্যয়	ভোগব্যয়
১৯৯৫-৯৬	জাতীয়	৪৩৬৬	৪০৯০	৪০২৬
	পল্লী	৩৬৫৮	৩৪৭৩	৩৪২৬
	শহর	৭৯৭৩	৭২৭৪	৭০৮৪

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর খানা আয় ও ব্যয় জরিপ, ২০১০ ।

সারণি ১৩.২ পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, মাথাপিছু আয়, ব্যয় ও ভোগব্যয় তিনটি অনুষঙ্গই সময়ের সাথে বাড়ছে। ১৯৯৫-৯৬ সালে জাতীয় পর্যায়ে যেখানে মাসিক নামিক আয় ছিল ৪,৩৬৬ টাকা, ২০১০ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ১১,৪৮০ টাকা। বৃদ্ধির পরিমাণ ১৬৭ শতাংশ। আয়ের পাশাপাশি ব্যয় ও ভোগব্যয়ের পরিমাণও বাড়ছে। ১৯৯৫-৯৬ সালে জাতীয় পর্যায়ে মাথাপিছু মাসিক ব্যয় ছিল ৪,০৯০ টাকা। ১৫ বছরের ব্যবধানে ১৮৪ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ২০১০ সালে তা দাঁড়িয়েছে ১১,২০০ টাকায়।

অন্যদিকে, ২০১০ সালে ভোগব্যয়ের পরিমাণ জাতীয় পর্যায়ে ছিল ১১,০০৩ টাকা; অথচ ১৯৯৫-৯৬ সালের জরিপে মাথাপিছু ভোগব্যয়ের পরিমাণ ছিল ৪.০২৬ টাকা। ব্যয় বৃদ্ধির হার ১৭৩ শতাংশ। সার্বিক পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ১৯৯৫-৯৬ সাল থেকে ২০১০ পর্যন্ত আয়ের চেয়ে ব্যয় ও ভোগব্যয় বৃদ্ধির হার তুলনামূলক বেশি।

জাতীয় পর্যায়ে পরিবারভিত্তিক আয় বণ্টন এবং জিনি অনুপাত

২০০৫ এবং ২০১০ সালে পরিচালিত খানা আয়-ব্যয় জরিপে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী পরিবারভিত্তিক আয় বণ্টনের শতকরা হার এবং জিনি অনুপাত সারণি ১৩.৩ এ উপস্থাপন করা হলোঃ

সারণি ১৩.৩: জাতীয় পর্যায়ে পরিবারভিত্তিক আয় বণ্টন (শতাংশ) এবং জিনি অনুপাত

পরিবার গ্রুপ	২০১০			২০০৫		
	মোট	পল্লী	শহর	মোট	পল্লী	শহর
জাতীয় পর্যায়	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০
সর্বনিম্ন ৫%	০.৭৮	০.৮৮	০.৭৬	০.৭৭	০.৮৮	০.৬৭
ডিসাইল-১	২.০০	২.২৩	১.৯৮	২.০০	২.২৫	১.৮০
ডিসাইল -২	৩.২২	৩.৫৩	৩.০৯	৩.২৬	৩.৬৩	৩.০২
ডিসাইল -৩	৪.১০	৪.৪৯	৩.৯৫	৪.১০	৪.৫৪	৩.৮৭
ডিসাইল -৪	৫.০০	৫.৪৩	৫.০১	৫.০০	৫.৪২	৪.৬১
ডিসাইল -৫	৬.০১	৬.৪৩	৬.৩১	৫.৯৬	৬.৪৩	৫.৬৬
ডিসাইল -৬	৭.৩২	৭.৬৫	৭.৬৪	৭.১৭	৭.৬৩	৬.৭৮
ডিসাইল -৭	৯.০৬	৯.৩১	৯.৩০	৮.৭৩	৯.২৭	৮.৫৩
ডিসাইল -৮	১১.৫০	১১.৫০	১১.৮৭	১১.০৬	১১.৪৯	১০.১৮
ডিসাইল -৯	১৫.৯৪	১৫.৫৪	১৬.০৮	১৫.০৭	১৫.৪৩	১৪.৪৮
ডিসাইল -১০	৩৫.৮৪	৩৩.৮৯	৩৪.৭৭	৩৭.৬৪	৩৩.৯২	৪১.০৮
সর্বোচ্চ ৫%	২৪.৬১	২২.৯৩	২৩.৩৯	২৬.৯৩	২৩.০৩	৩০.৩৭
জিনি অনুপাত	০.৪৫৮	০.৪৩০	০.৪৫২	০.৪৬৭	০.৪২৮	০.৪৯৭

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর খানা আয় ও ব্যয় জরিপ, ২০১০।

সারণি ১৩.৩ পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, ২০০৫ সালের তুলনায় ২০১০ সালে জাতীয় পর্যায়ে আয় বণ্টন অংশে বিভিন্ন ডিসাইলভুক্ত পরিবারে হ্রাস-বৃদ্ধি দুটিই হয়েছে। ডিসাইল-৫ থেকে ডিসাইল-৯ ভুক্ত পরিবারগুলোর আয় বণ্টন অংশ ২০০৫ সালের তুলনায় ২০১০ সালে বৃদ্ধি পেয়েছে। অন্যদিকে, ডিসাইল-২ ও ডিসাইল-১০ ভুক্ত পরিবারগুলোর জাতীয় পর্যায়ে আয় বণ্টন অংশ ২০০৫ সালের তুলনায় ২০১০ সালে কমেছে। আবার, ডিসাইল-১, ৩ ও ৪ ভুক্ত পরিবাগুলোর আয় বণ্টন অংশে কোন পরিবর্তন হয়নি। পর্যালোচনায় আরও দেখা যায় যে, সর্বনিম্ন ৫ শতাংশ পরিবারের আয় ২০১০ ও ২০০৫ সালে প্রায় স্থির রয়েছে। অন্যদিকে, একই সময়ে সর্বোচ্চ ৫ শতাংশের আয় কিছুটা হ্রাস পেয়েছে। সর্বোপরি, জিনি অনুপাত ২০০৫ সালের তুলনায় ২০১০ সালে হ্রাস পেয়েছে যা সমাজে বিদ্যমান ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য কিছুটা হ্রাস করেছে বলে প্রতীয়মান হয়।

দারিদ্র্য পরিস্থিতির বর্তমান চিত্র

২০১৬ সালে সর্বশেষ খানা আয়-ব্যয় জরিপ পরিচালিত হলেও এর প্রতিবেদন এখনো প্রকাশিত হয় নি। তবে ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মধ্যমেয়াদি মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুযায়ী উচ্চ দারিদ্র্য রেখা ব্যবহার করে ২০১১ সালে দারিদ্র্যের হার ২৯.৯ শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে ২০১৫ সালে ২৪.৮ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় (২০১৬-২০২০) ২০২০ সালের মধ্যে উচ্চ দারিদ্র্যের রেখা অনুযায়ী দারিদ্র্য হার ১৮.৬ শতাংশ এবং নিম্ন দারিদ্র্যের রেখা ব্যবহার করে দারিদ্র্য হার ৮.৯ শতাংশে নামিয়ে আনার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।

সারণি ১৩.৪ এ সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা অনুযায়ী উচ্চ এবং নিম্ন দারিদ্র্য রেখা ব্যবহার করে দারিদ্র্য নিরসনের প্রক্ষেপণ দেখানো হলোঃ

সারণি ১৩.৪ সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় প্রক্ষেপিত দারিদ্র্য হ্রাসকরণের লক্ষ্যমাত্রা

	২০১৫	২০১৬	২০১৭	২০১৮	২০১৯	২০২০
মধ্যম দারিদ্র্য হ্রাসকরণ						
দারিদ্র্য স্থিতিস্থাপকতা	-০.৯৩	-০.৯৩	-০.৯৩	-০.৯৩	-০.৯৩	-০.৯৩
দারিদ্র্যের উচ্চ সীমারেখা	**২৪.৮**	**২৩.৫**	**২২.৩**	**২১.০**	**১৯.৮**	**১৮.৬**
চরম দারিদ্র্য হ্রাসকরণ						
দারিদ্র্য স্থিতিস্থাপকতা	-১.১৯	-১.১৯	-১.১৯	-১.১৯	-১.১৯	১.১৯
দারিদ্র্যের নিম্ন সীমারেখা	**১২.৯**	**১২.১**	**১১.২**	**১০.৪**	**৯.৭**	**৮.৯**

উৎসঃ সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ,পরিকল্পনা কমিশন।

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) ও বাংলাদেশ

সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এমডিজি) এর মেয়াদ ে ১৮৬ জাতিসংঘ ২০১৬-২০৩০ সাল মেয়াদে টেকসই উঃ লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) ঘোষণা করেছে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কার্যকর করার প্রত্যয়ে ১৭টি অভিষ্ট লক্ষ্য (Goals) ও ১৬৯টি লক্ষ্যকে (Targets) নিয়ে এসডিজি ঘোষিত হয়েছে।

এসডিজির ১৭টি অভীষ্ট লক্ষ্য এবং অন্তগত ১৬৯টি লক্ষ্যমাত্রার সাথে সমন্বিত করে সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আলোকে প্রতিটি মন্ত্রণালয়/বিভাগের সংশ্লিষ্ট লক্ষ্যমাত্রাসমূহ (Target) প্রাথমিকভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ এ নিয়ে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেছে। এতে দেখা যায় যে, ৪০টি মন্ত্রণালয়/বিভাগ সরাসরি নেতৃত্বকারী মন্ত্রণালয়/বিভাগ (Lead Ministry/Division) হিসেবে এসডিজি লক্ষ্যমাত্রাসমূহ বাস্তবায়নের সাথে জড়িত। ৩৪টি মন্ত্রণালয়/বিভাগ উপ-নেতৃত্বকারী হিসেবে এবং ৫১ মন্ত্রণালয়/বিভাগ সহযোগী হিসেবে কাজ করবে। যথাযথভাবে এসডিজি মনিটরিং ও মূল্যায়নের লক্ষ্যে সঠিক তথ্য প্রাপ্তির জন্য 'Data Gap Analysis for Sustainable Development Goals (SDGs): Bangladesh Perspective' প্রণয়ন ও প্রকাশ করা হয়েছে।

াজিক নিরাপত্তা

রিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন তথা দারিদ্র্য বিমোচনে সরকার সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। সরকারের নেয়া নানা উদ্যোগ সামাজিক নিরাপত্তা বিষয়ক জীবনচক্র পদ্ধতির ভিত্তি অনুসরণ করছে। চলমান ২০১৬-১৭ অর্থবছরের বাজেটে সামাজিক নিরাপত্তা খাতে ৪৫,২৩০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে, যা মোট বাজেটের ১৩.২৮ শতাংশ এবং জিডিপির ২.৩১ শতাংশ। জনগণের খাদ্য নিরাপত্তা, অতি দরিদ্র ও দুঃস্থদের জন্য বিনামূল্যে খাদ্য বিতরণ, কাজের বিনিময়ে খাদ্য ও টেস্ট রিলিফ ছাড়াও বেশ কিছু কার্যক্রম সরকারের দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। এদের মধ্যে 'একটি বাড়ি একটি খামার', 'আশ্রয়ণ', 'গৃহায়ন', 'আদর্শ গ্রাম', 'গুচ্ছ গ্রাম', 'ঘরে ফেরা' কর্মসূচি উল্লেখযোগ্য। তাছাড়াও, বয়স্ক ভাতা, দুঃস্থ মহিলা ভাতা, বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তাদের ভাতা প্রদানের মাধ্যমে সরকার দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সামাজিক নিরাপত্তা বিধানে কাজ করছে। গ্রামীণ জনগোষ্ঠীকে সঞ্চয়ে উৎসাহিত করা এবং সেই সঞ্চয় গ্রামীণ অর্থনীতিতে ব্যবহার করার লক্ষ্যে একটি পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। বেসরকারি সকল প্রতিষ্ঠানে ২০১৮ সালের মধ্যে পেনশন ব্যবস্থা প্রচলনের উদ্যোগ নিচ্ছে সরকার। এছাড়া, ২০২১ সালে সকলের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার

লক্ষ্যে একটি জাতীয় পেনশন ব্যবস্থা চূড়ান্ত করার পরিকল্পনা রয়েছে।

সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি ফলপ্রসূ করার লক্ষ্যে নীতি ও কৌশল নির্ধারণপূর্বক একটি জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল (National Social Security Strategy) প্রণয়ন করা হয়েছে। বর্তমানে যে সকল মন্ত্রণালয় সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে, তাদেরকে পাঁচটি গুচ্ছে বিন্যস্ত করা হবে। প্রতিটি গুচ্ছের সমন্বয়কের দায়িত্বে থাকবে একটি নেতৃত্বকারী মন্ত্রণালয় (Lead Ministry)। বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয় তাদের নিজস্ব কর্মসূচিগুলোর নকশা প্রণয়ন ও তা কার্যকর করার দায়িত্ব প্রাপ্ত হবে। গুচ্ছের বিষয়বস্তুর সাথে বলিষ্ঠ সংযোগ রয়েছে এমন একটি মন্ত্রণালয়ই ঐ গুচ্ছ সমন্বয়কের দায়িত্ব পালন করবে। এছাড়া সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিসমূহের তদারকির জন্য একটি ফলাফলভিত্তিক পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করা হবে।

সরকার দারিদ্র্য দূরীকরণের মাধ্যমে মানবসম্পদ উন্নয়ন ও সামাজিক অসমতা দূরীকরণে অঙ্গীকারবদ্ধ। 'রূপকল্প-২০২১' এর আলোকে প্রণীত প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০১০-২০২১ এবং সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় এই অঙ্গীকার প্রতিফলিত হয়েছে। বাংলাদেশ দারিদ্র্য বিমোচনে সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা নির্ধরিত সময়ের পূর্বে অর্জন করলেও এখনো জনসংখ্যার এক-চতুর্থাংশ দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাস করছে। দেশের মোট জনগোষ্ঠীর একটি বড় অংশকে দারিদ্রভুক্ত রেখে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অগ্রগতি বজায় রাখা অত্যন্ত দুরুহ। তাই প্রতি বছর সামাজিক নিরাপত্তার ক্ষেত্র ও বরাদ্দ বাড়ছে। ২০০৮-০৯ অর্থবছরে যেখানে সামাজিক নিরাপত্তা খাতের বরাদ্দ ছিল ১৭,৩২৩ কোটি টাকা, চলতি অর্থবছরে তা ২.৬ গুণ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৪৫,২৩০ কোটি টাকায়।

সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর পরিধি ও প্রসার বিবেচনায় নিয়ে এর ব্যয় সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা শেষে অর্থাৎ ২০২০ সালে জিডিপি'র ৩ শতাংশে উন্নীত করার লক্ষ্য স্থির করা হয়েছে। বর্তমানে এ খাতে ব্যায়ের পরিমাণ জিডিপির ২.৩১ শতাংশ।

সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিসমূহের বাস্তবায়ন সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে অর্থ বিভাগ 'Strengthening Public Financial Management for Social Protection' শীর্ষক একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। ব্রিটিশ রাষ্ট্রায়ত্ত আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা 'ডিএফআইডি'র অর্থায়নে প্রকল্পের অধীনে অর্থ বিভাগে 'Social Protection for Budget Management Unit (SPBMU)' স্থাপন করা হবে।

২০১৬-১৭ অর্থবছরে গৃহিত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

- বয়স্ক, দুঃস্থ মহিলা, মুক্তিযোদ্ধা, প্রতিবন্ধী, এতিম প্রভৃতি জনগোষ্ঠীর জন্য বিভিন্ন ভাতা হিসেবে নগদ প্রদান ও খাদ্য নিরাপত্তা কার্যক্রমের পরিধি ও বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হয়েছে।
- বয়স্ক ভাতা খাতে ১,৮৯০ কোটি টাকা, বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা দুঃস্থ মহিলাদের জন্য ৬৯০ কোটি টাকা এবং মুক্তিযোদ্ধা সম্মানী ভাতা বাবদ ২,১৯৬.৬ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে।
- পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) ও সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (এসডিএফ) এর কাছে ন্যস্ত ক্ষুদ্র ঋণ ও বিনিয়োগ তহবিলসমূহের সঞ্চালন গতি বৃদ্ধির চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। এ খাতে চলতি অর্থবছরে মোট ৪৫৩ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। এর মধ্যে পিকেএসএফ এর ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচি বাবদ ১০০ কোটি টাকা, এসডিএফ এর ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচি বাবদ ৩৫০ কোটি টাকা এবং মহিলাদের আত্মকর্মসংস্থান ক্ষুদ্র ঋণ বাবদ ৩ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।
- পল্লী উন্নয়ন বোর্ড, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, সমাজকল্যাণ অধিদপ্তর, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, মৎস্য অধিদপ্তর, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, বিসিক প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের কাছে বিদ্যমান ঘূর্ণায়মান ক্ষুদ্র ঋণ তহবিলসমূহের সঞ্চালন ও প্রচলন গতি বৃদ্ধির জন্য উদ্যোগ অব্যাহত রয়েছে।

উপরি-উক্ত উদ্যোগসহ আরও কিছু কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সামাজিক নিরাপত্তা ও সামাজিক ক্ষমতায়ন খাতে ২০১৫-১৬ ও ২০১৬-১৭ অর্থবছরের বাজেট বরাদ্দ সারণি ১৩.৫ এ উপস্থাপন করা হলো:

সারণি ১৩.৫ সামাজিক নিরাপত্তা ও সামাজিক ক্ষমতায়ন খাত

(কোটি টাকায়)

কার্যক্রম	২০১৫-১৬*	২০১৬-১৭**
নগদ প্রদানসহ (বিভিন্ন ভাতা), সামাজিক ক্ষমতায়ন ও অন্যান্য কার্যক্রম	১৬৪৮৫.৮৩	২৩৬০৩.৫০
খাদ্য নিরাপত্তা কার্যক্রমসমূহঃ সামাজিক নিরাপত্তা	৮০৩৪.৮৭	৮৮৫৪.৮৬

কার্যক্রম	২০১৫-১৬*	২০১৬-১৭**
ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচি, সামাজিক ক্ষমতায়ন	২৯২.৫০	৪৫৩.০০
বিভিন্ন তহবিল, সামাজিক ক্ষমতায়ন	৮৫.৭৮	১৬১.৩৩
বিভিন্ন তহবিল ও কার্যক্রম, সামাজিক নিরাপত্তা	৮৯০.৬০	৭৭৫.৯০
চলমান উন্নয়ন প্রকল্প	৯৯৯৯.১০	১০৭৮৮.৮৫
নতুন উন্নয়ন প্রকল্প	১৮৬.৩৭	৫৯২.৫৮
মোট	৩৫৯৭৫	৪৫২৩০

উৎসঃ অর্থ বিভাগ। * সংশোধিত বাজেট, ** মূল বাজেট।

সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচির আওতায় নগদ অর্থ সহায়তা প্রদান কার্যক্রম

সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রমের আওতায় খাদ্য সহায়তা, কাজের বিনিময়ে খাদ্য, খোলা বাজারে পণ্য বিক্রিসহ নানাবিধ কর্মসূচির পাশাপাশি সরকার নগদ অর্থ সহায়তাও প্রদান করে থাকে। ২০১৬-১৭ অর্থবছরের বাজেটে নগদ প্রদানসহ (বিভিন্ন ভাতা), সামাজিক ক্ষমতায়ন ও অন্যান্য কার্যক্রম বাবদ ২৩,৬০৩.৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচির আওতায় নগদ অর্থ সহায়তা প্রদান বিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ কিছু কর্মকাণ্ডের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা নিচে উপস্থাপন করা হলোঃ

বয়স্ক ভাতা কর্মসূচিঃ দেশের মোট জনসংখ্যার উল্লেখযোগ্য একটি অংশ বয়স্ক তথা শ্রম বাজারের সাথে সম্পৃক্ত নয়। এদের আবার বড় একটি অংশ দারিদ্র্যক্লিষ্ট। অবহেলিত বয়স্ক এসব জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতির লক্ষ্যে ১৯৯৭-৯৮ অর্থবছর থেকে সরকার বয়স্ক ভাতা কার্যক্রম চালু করেছে। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধিভুক্ত বয়স্ক ভাতা কর্মসূচির আওতায় ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ১,৮৯০ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। এ কার্যক্রমের আওতায় ৩১.৫০ লক্ষ বয়স্ক লোককে জনপ্রতি মাসিক ৫০০ টাকা করে ভাতা প্রদান করা হচ্ছে।

বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা দুঃস্থ মহিলা ভাতা কার্যক্রমঃ ১৯৯৯-০০ অর্থবছর থেকে দরিদ্র, অসহায় ও অবহেলিত মহিলা জনগোষ্ঠী বিশেষ করে বিধবাদের জন্য ভাতা প্রদান কর্মসূচি চালু করা হয়েছে। চলতি অর্থবছরে মোট ১১.৫০ লক্ষ বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা দুঃস্থ মহিলাকে ভাতা প্রদানের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। প্রত্যেককে মাসিক ৫০০ টাকা করে মোট ৬৯০ কোটি টাকার এ ভাতা প্রদান করা হবে।

দরিদ্র মায়েদের মাতৃত্বকালীন ভাতাঃ ২০০৭-০৮ অর্থবছরে প্রথমবারের মত মাতৃত্বকালীন ভাতা প্রদান চালু করা হয়। এর আওতায় মূলতঃ পল্লী এলাকার দরিদ্র মায়েদের আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়ে থাকে। এ কার্যক্রমের আওতায় দরিদ্র গর্ভবতী মহিলাদের ভাতা প্রদানের পাশপাশি স্বাস্থ্য ও পুষ্টি বিষয়ক প্রশিক্ষণ দেয়া হয়ে থাকে। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে মোট ৫ লক্ষ মাকে এই সতায়তা প্রদানের লক্ষ্যে ৩০০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। উল্লেখ্য, ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ২,৬৪,০০০ জন মাকে মোট ১৫৮.৪০ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়।

কর্মজীবী ল্যাকটেটিং মাদার সহায়তা তহবিলঃ ২০১০-১১ অর্থবছর থেকে এ কার্যক্রম শুরু হয়। শহরাঞ্চলে কর্মজীবী দরিদ্র মায়েদের মাতৃত্বকালীন স্বাস্থ্য ও তাদের গর্ভস্থ সন্তান বা নবজাত শিশুর পরিপূর্ণ বিকাশে সহায়তার উদ্দেশ্যে এই ভাতা প্রদান করা হয়। ঢাকা, নারায়নগঞ্জ, গাজীপুর ও চট্টগ্রাম গার্মেন্টস এলাকায় অবস্থিত কর্মজীবী ল্যাকটেটিং মা, ৬৪ জেলা সদরস্থ সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভা এবং ২৬৪টি উপজেলা পর্যায়ের পৌরসভাকে এই কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত রাখা হয়েছে। একজন মাকে মাসে ৫০০ টাকা মোট ২৪ মাস সহায়তা প্রদান করা হয়। চলতি ২০১৬-১৭ অর্থবছরে মোট ১.৮০ লক্ষ দরিদ্র মাকে এ সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। এজন্যে ১০৮.১৮ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে।

মুক্তিযোদ্ধা সম্মানী ভাতাঃ জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান মুক্তিযোদ্ধাদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে সরকার নিরলসভাবে কাজ করছে। দুই বছরের ব্যবধানে মুক্তিযোদ্ধাদের মাসিক সম্মানী দ্বিগুণ করা হয়েছে। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে মাসিক এ সম্মানীর পরিমাণ ছিল ৫,০০০ টাকা, ২০১৬-১৭ অর্থবছরে তা বাড়িয়ে ১০,০০০ টাকা করা হয়েছে। খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মানীও বৃদ্ধি করা হয়েছে। বর্তমানে বীরশ্রেষ্ঠদের ৩০,০০০ টাকা, বীর উত্তমদের ২৫,০০০ টাকা, বীর বিক্রমদের ২০,০০০ টাকা এবং বীর প্রতিকদের ১৫,০০০ টাকা করে মাসিক সম্মানী প্রদান করা হয়। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে এ খাতে মোট ২,১৯৬.০৬ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। কর্মসূচিটি মুক্তিযোদ্ধাদের সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখছে।

শহীদ পরিবার ও যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসা ও সম্মানী ভাতাঃ মুক্তিযুদ্ধে শহীদদের পরিবারবর্গ ও যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যাণেও সরকার কাজ করছে। শহীদ পরিবার ও যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসা ও সম্মানী ভাতার জন্যে পৃথক কর্মসূচি চালু করা হয়েছে। এ কর্মসূচির আওতায় ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ১৫,০০০ মুক্তিযোদ্ধার জন্য ২৪৫.৯১ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। কর্মসূচিটি মুক্তিযোদ্ধাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন এবং সুস্বাস্থ্য রক্ষায় ভূমিকা রাখছে।

মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের পোষ্যদের জন্য প্রশিক্ষণ এবং আত্মকর্মসংস্থানের জন্য ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচিঃ মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের পোষ্যদের আত্মকর্মশীল করার লক্ষ্যে বিভিন্ন বিষয়ে দক্ষতা উন্নয়নে প্রশিক্ষণ প্রদানের উদ্দেশ্যে এ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। প্রশিক্ষিতদের আত্মকর্মসংস্থানের লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান করা হয়। ২০০৩-০৪ থেকে ২০১৫-১৬ অর্থবছর পর্যন্ত ঘূর্ণায়মান তহবিল হিসেবে ৩৭.৫০ কোটি টাকা এ কর্মসূচির অনুকূলে বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। চলতি ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ১৫ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ এবং ১৬ কোটি টাকা ঋণ আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।

অসচ্ছল প্রতিবন্ধীদের জন্য ভাতা ও শিক্ষাঃ অসচ্ছল প্রতিবন্ধীদের সমাজের মূলস্রোত ধারার সাথে অঙ্গীভূত করার লক্ষ্যে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্মসূচিটি বাস্তবায়ন করছে। ইতঃপূর্বে প্রতি অসচ্ছল প্রতিবন্ধীকে মাসিক ৫০০ টাকা করে ভাতা প্রদান করা হতো। চলতি ২০১৬-১৭ অর্থবছর থেকে তা বাড়িয়ে ৬০০ টাকা করা হয়েছে। এ অর্থবছরে এ কর্মসূচির অধীনে ৫৪০ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে।

প্রতিবন্ধী শিশুদের শিক্ষার অধিকার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে ২০০৭-০৮ অর্থবছর হতে শিক্ষা উপবৃত্তি কর্মসূচি চালু করা হয়েছে। এ কর্মসূচির আওতায় ২০১৬-১৭ অর্থবছরে মোট ৬০,০০০ প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীর মাঝে ৪৭.৮৮ কোটি টাকা ভাতা প্রদানের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। এছাড়া, প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়ের জন্য বিশেষ মঞ্জুরি প্রদান করা হচ্ছে। চলতি ২০১৬-১৭ অর্থবছরে এ কর্মসূচির আওতায় ১২.৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে।

প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্র (ওয়ান স্টপ সার্ভিস): দেশের প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীকে বিনামূল্যে ফিজিওথেরাপি ও অন্যান্য চিকিৎসা সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে ২০০৯-১০ অর্থবছরে প্রথমবারের মত প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্র চালু করা হয়। এ খাতে চলতি ২০১৬-১৭ অর্থবছরে উপকারভোগীর সংখ্যা ও সহায়তার পরিমাণ প্রায় তিনগুণ করে বৃদ্ধি করা হয়েছে। এ বছর মোট ৩,০৭,০০০ জন প্রতিবন্ধীকে সহায়তার লক্ষ্যে ৫৩.০৮ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে।

অটিজমঃ 'নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট আইন ২০১৩' এর আওতায় একটি ট্রাস্ট গঠন করা হয়েছে। ট্রাস্টের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য চলতি ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ১০.৫০ কোটি টাকার বরাদ্দ রাখা হয়েছে। এ ট্রাস্টের মাধ্যমে অটিস্টিক শিশুদের সুযোগ-সুবিধা

খযোগ্য হারে বৃদ্ধি পাবে। ২০০৯-১০ অর্থবছরে জাতীয় বন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে ফাউন্ডেশনের নিজস্ব ক্যাম্পাসে অটিজম রিসোর্স সেন্টার চালু করা হয়। চালু হওয়ার পর থেকে এ কেন্দ্র থেকে অটিস্টিক শিশু/ব্যক্তিকে বিনামূল্যে বিভিন্ন সেবা প্রদান করা হচ্ছে।

এতিম শিশুদের খোরাকী ভাতাঃ সরকারি শিশু পরিবার ও অন্যান্য বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানে বসবাসরত এতিম শিশুদের ভরণ-পোষণ সরকার বহন করে থাকে। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্মসূচিটি বাস্তবয়ন করছে। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে এসব প্রতিষ্ঠানে নিবাসী শিশুদের খোরাকী ভাতা হিসেবে ৪৬.২০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে।

বেসরকারি এতিমখানার ক্যাপিটেশন গ্র্যান্টঃ সরকারি বিভিন্ন এতিমখানার পাশাপাশি বেসরকারিভাবে প্রতিষ্ঠিত এতিমখানায়ও সরকার এতিম শিশুদের কল্যাণে সহায়তা করে আসছে। সরকার ক্যাপিটেশন গ্রান্টস হিসেবে এ অনুদান প্রদান করে থাকে। ২০১৬-১৭ অর্থবছরের বাজেটে ৮২,০০০ এতিম শিশুর জন্য ৮৬.৪০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়। আগের অর্থবছরে এ খাতে মোট ৭৬,০০০ এতিম শিশুর জন্য ৮০.৪৯ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়।

বেদে ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কার্যক্রমঃ সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে ২০১২-১৩ অর্থবছর থেকে এ কার্যক্রম শুরু হয়। কতিপয় অপরিহার্য পেশার সঙ্গে সম্পৃক্ত দলিত, হরিজন ও বেদে সম্প্রদায়কে সমাজের মূলস্রোত ধারায় নিয়ে আসতে প্রাথমিকভাবে ৭টি জেলায় পরীক্ষামূলকভাবে এ কার্যক্রম চালু করা হয়। ২০১৫-১৬ অর্থবছর থেকে ৬৪টি জেলায় এ কার্যক্রম বিস্তৃত হয়েছে। চলতি অর্থবছরে এ কার্যক্রমের আওতায় ২৫,০০০ জনকে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয় এবং বরাদ্দ রাখা হয় ২০.৩০ কোটি টাকা।

হিজড়া জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কার্যক্রমঃ পারিবারিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে বৈষম্যের শিকার বলে প্রতীয়মান হিজড়া সম্প্রদায়কে সমাজের মূলস্রোত ধারায় নিয়ে আসতে সরকার কাজ করছে। অবহেলিত এ সম্প্রদায়কে সার্বিক উন্নয়নে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে ২০১২-১৩

অর্থবছরে প্রথমবারের মত ৭টি জেলায় এ কার্যক্রম চালু করা হয়। বর্তমানে সকল জেলায় এ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ৪,০০০ হিজড়াকে সহায়তার লক্ষ্যে ৯ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়।

খাদ্য সাহায্য কর্মসূচির আওতায় চলমান বিভিন্ন কর্মসূচির অগ্রগতি

ওএমএস কর্মসূচিঃ নিম্ন আয়ের মানুষের খাদ্য নিরা' নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকার খোলা বাজার বিক্রয় (ওএমএস) কর্মসূচি চালু করে। এ কর্মসূচির আওতায় বিশেষ ভর্তুকির মাধ্যমে বাজার মূল্যের চেয়ে কম দামে খাদ্য সামগ্রী বিক্রয় করা হয়। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে মোট ২.২০ কোটি দরিদ্র মানুষকে এ কর্মসূচির আওতাভুক্ত রাখা হয়েছে। এ বছরে ওএমএস খাতে বরাদ্দের পরিমাণ ১,১৬২.৫০ কোটি টাকা।

কাজের বিনিময় খাদ্য (কাবিখা) ও কাজের বিনিময় টাকা (কাবিটা) কর্মসূচিঃ গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কারের লক্ষ্যে কাজের বিনিময় খাদ্য (কাবিখা) ও কাজের বিনিময় টাকা (কাবিটা) কর্মসূচি দুটি চালু করা হয়েছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্মসূচি দুটি বাস্তবায়ন করছে। এই কর্মসূচির আওতায় ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ৫৬৪.০৬ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে।

ভিজিডিঃ এ কর্মসূচির জন্য ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ৮৮৯.৯৪ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়। চলতি অর্থবছরে তা বৃদ্ধি করে ১,১৬৮.৫৬ কোটি টাকা করা হয়েছে। এ কর্মসূচির আওতায় ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে দেশব্যাপী ৩.১৫ লক্ষ মেঃটন খাদ্যশস্য বরাদ্দ করা হয়েছে।

ভিজিএফঃ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্মসূচিটি বাস্তবায়ন করছে। সাধারণত দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে দরিদ্র মানুয়ের জীবিকা পুনর্বহাল না হওয়া পর্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারসমূহকে এই সহায়তা প্রদান করা হয়। প্রতি পরিবারকে মাসিক ২০-৪০ কেজি করে ২ থেকে ৫ মাস পর্যন্ত এ সহায়তা দেয়া হয়। এছাড়া, মা ইলিশ ও জাটকা আহরণে বিরত থাকা জেলেরাও ভিজিএফ সহায়তা পেয়ে থাকেন। বিভিন্ন ধর্মীয় উৎসবে দরিদ্র জনগণও ভিজিএফ সহায়তা পান। ২০১৬-১৭ অর্থবছরের বাজেটে এ খাতে ৪ লক্ষ মেট্রিক টন খাদ্যশস্যের অনুকূলে ১,৪৮৩.৮৮ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে।

জিআরঃ দুর্যোগকালে দরিদ্র মানুষকে জরুরি খাদ্য সহায়তা হিসেবে জিআর (চাল) সহায়তা প্রদান করা হয়। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে জিআর হিসেবে ৮৮,০০০ মেট্রিক টন চাল বরাদ্দ রাখা হয়। টাকার হিসেবে যার মূল্যমান ৩২৬.৪৫ কোটি টাকা।

অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচিঃ অতি দরিদ্র মানুষের দারিদ্র্য বিমোচন ও দুর্যোগ মোকাবেলার সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বছরের বেকার সময়ে তাঁদের জীবিকা নির্বাহের জন্যে এ কর্মসূচিটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। ২০০৯-১০ বছর থেকে এটি চালু হয়েছে। এ কর্মসূচির আওতায় রর দুটি কর্মহীন সময়ে দুবারে ৪০ দিন করে মোট ৮০ দিন অতি দরিদ্রদের কর্মসংস্থনের ব্যবস্থা করা হয়। চলতি অর্থবছরে ৭,২৭,০০০ জন অতি দরিদ্রকে সহায়তার লক্ষ্যমাত্রা ঠিক করা হয়েছে এবং এ খাতে ১,৬৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে।

গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ (টি,আর) কর্মসূচি

নানা ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তা, বাঁধ, সর্বসাধারণের ব্যবহার্য জলাশয়, সরকারি প্রতিষ্ঠান সংস্কার/মেরামত ইত্যাদি প্রয়োজনে দ্রুত প্রকল্প গ্রহণের জন্য টিআর এর মাধ্যমে বরাদ্দ দেয়া হয়। এর আওতায় সাধারণত জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানে কাজ করার অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্মসূচিটি বাস্তবায়ন করছে। ইতোপূর্বে টিআর হিসেবে খাদ্যশস্য বরাদ্দ রাখা হলেও বর্তমানে এটিকে খাদ্যভিত্তিক কর্মসূচি থেকে নগদ অর্থভিত্তিক কর্মসূচিতে রূপান্তরের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। সে লক্ষ্যে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে এ খাতে কোন খাদ্যশস্য বরাদ্দ না রেখে ৬০৯.২২ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে।

সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় চলমান কর্মসূচি/প্রকল্প

দারিদ্র্য বিমোচনে সামাজিক নিরাপত্তা খাতে নানা ধরনের ভাতা ও খাদ্য সহায়তা কর্মসূচির পাশাপাশি সরকার বিভিন্ন উদ্ভাবনীমূলক প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে দারিদ্র্য বিমোচন তথা সামাজিক ক্ষমতায়ন খাতে মোট ৮৯টি প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এর মধ্যে ৭টি নতুন এবং ৮২টি চলমান প্রকল্প। এসব প্রকল্পের অনুকূলে মোট ১১,৩৮১.৪৩ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতাভুক্ত কয়েকটি প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে তুলে ধরা হলো:

আশ্রয়ণ-২ (দারিদ্র্য বিমোচন ও পুনর্বাসন) প্রকল্প

ভূমিহীন, গৃহহীন ও ছিন্নমূল পরিবারগুলোকে পুনর্বাসনের লক্ষ্যে ১৯৯৭ সালে গ্রহণ করা হয় আশ্রয়ণ প্রকল্প। ১৯৯৭-

২০০২ সাল পর্যন্ত ৩০০ কোটি টাকা ব্যয়ে ৪৭,২১০টি পরিবারকে এ প্রকল্পের আওতায় পুনর্বাসন করা হয়েছে। এছাড়া, ২০০২-২০১০ মেয়াদে আশ্রয়ণ (ফেইজ -২) প্রকল্পের অধীনে ৬০৮ কোটি টাকা ব্যয়ে ৫৮,৭০৩টি পরিবারকে পুনর্বাসন করা হয়েছে। আশ্রয়ণ প্রকল্প ও আশ্রয়ণ প্রকল্প (ফেইজ-২) এর সাফল্য ও ধারাবাহিকতায় ২০১০- ২০১৭ (সংশোধিত) মেয়াদে আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। আশ্রায়ন-২ প্রকল্পের আওতায় মোট ৫০,০০০ গৃহহীন, ছিন্নমূল পরিবারকে পুনর্বাসনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। ডিসেম্বর, ২০১৬ পর্যন্ত ৩৩,২৭০টি পরিবারকে পুনর্বাসন করা হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় পেশাভি[illegible] প্রশিক্ষণ, ঋণ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং পরিবার পরিক[illegible] কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে পুনর্বাসিত পরিবারগুলোকে প্রশিক্ষিত করা হয়। পাশাপাশি তাদের আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে জাতীয় অর্থনীতির মূল ধারায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এটি একটি সমন্বিত দারিদ্র্য বিমোচন প্রকল্প।

গৃহায়ন তহবিল

গ্রামীণ দরিদ্র মানুষদের বাসস্থান নিশ্চিতকরণ তথা দারিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষ্যে ১৯৯৭-৯৮ অর্থবছরে গৃহায়ন তহবিল গঠন করা হয়। শুরুতে এ তহবিলের বাজেট ছিল ৫০ কোটি টাকা। পরবর্তীতে এ পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে ২৯৮ কোটিতে দাঁড়িয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংক গৃহায়ন তহবিলের কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। বাংলাদেশ ব্যাংক কার্যক্রম বাস্তবায়নের সাথে জড়িত এনজিওসমূহকে এবং এনজিওগুলো ১০ বছর মেয়াদে পরিশোধের শর্তে উপকারভোগীদের ঋণ প্রদান করে থাকে। শুরুতে এনজিও পর্যায়ে সুদের হার ২ শতাংশ এবং গ্রাহক পর্যায়ে এ হার ৬ শতাংশ ছিল। বর্তমানে উভয় ক্ষেত্রেই সুদের হার ০.৫০ শতাংশ কমানো হয়েছে। ৫১৪টি এনজিও কক্সবাজার ব্যতীত অন্য ৬৩টি জেলার ৪০৩টি উপজেলায় গৃহায়ন ঋণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত ২০৪.১২ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। এর মাধ্যমে ৬৬,৪৬৯টি গৃহ নির্মাণ করা হয়েছে এবং মোট ৩,৩২,৩৪৫ জন দরিদ্র মানুষ উপকৃত হয়েছেন।

গৃহ নির্মাণ কার্যক্রম ছাড়াও দেশের হতদরিদ্র মহিলা শ্রমিকদের আবাসনের জন্য গৃহায়ন তহবিল কাজ করছে। এ তহবিলের অর্থায়নে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে ২৪.৬১ কোটি টাকা ব্যয়ে সাভারের আশুলিয়ায় একটি মহিলা হোস্টেল নির্মাণের কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে রয়েছে। নির্মাণাধীন হোস্টেলে ৭৪৪ জন মহিলা শ্রমিকের আবাসন সুবিধা প্রদান করা যাবে। এছাড়া, ঢাকার নীলক্ষেতে কর্মজীবী মহিলাদের জন্য ১০ তলা বিশিষ্ট মহিলা হোস্টেল এবং সাভারের আশুলিয়ায় শ্রমজীবী মহিলাদের জন্যে ১৪ তলা বিশিষ্ট মহিলা হোস্টেল/ডরমিটরী নির্মাণ প্রকল্প দুটি গৃহায়ন তহবিল স্টিয়ারিং কমিটি নীতিগতভাবে অনুমোদন করেছে।

উল্লিখিত কার্যক্রম ব্যতীত বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক পরিচালিত 'ঘরে ফেরা' কর্মসূচিতে গৃহায়ন তহবিল থেকে ২ কোটি টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে এবং ইতোমধ্যে ১ কোটি টাকা ছাড় করা হয়েছে। শ্রম অধিদপ্তরের অধীনে চট্টগ্রামের কালুরঘাট ও নারায়ণগঞ্জের বন্দর থানায় দুটি শ্রমিক [illegible]স্টেল নির্মাণে গৃহায়ন তহবিল ২৫ কোটি টাকা মঞ্জুর [illegible]ছে।

দারিদ্র্য বিমোচনে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের কার্যক্রম

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্র, সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ও জাতীয় পল্লী উন্নয়ন নীতি, ২০০১ এর দিক নির্দেশনা অনুযায়ী একটি স্বল্প ও মধ্যমেয়াদি কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে। পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের দারিদ্র্য বিমোচন তথা সামাজিক নিরাপত্তা বিষয়ক কয়েকটি প্রকল্পের কার্যক্রম নিম্নে উপস্থাপন করা হলোঃ

একটি বাড়ি একটি খামার

'একটি বাড়ি একটি খামার' একটি স্থায়ী দারিদ্র্য বিমোচন মডেল। প্রতিটি বাড়িকেই অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। ভূমিহীন অর্থাৎ শূন্য থেকে ৫০ শতক জমির মালিক, চরাঞ্চল/অনগ্রসর এলাকায় এক একর জমির মালিক, সর্বোপরি দরিদ্র বলে সর্বজনস্বীকৃত মানুষই এ প্রকল্পের আওতাভুক্ত হবে।

প্রকল্পটির বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো নিজস্ব স্থায়ী পুঁজি সৃষ্টি ও তার স্থায়ী ব্যবহারের মাধ্যমে কৃষি ও অকৃষি উৎপাদন ও আয় বৃদ্ধি করা। ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত দেশের ৪০,২১৩টি গ্রামের প্রতিটিতে একটি করে মোট ৪০,২১৩টি সমিতি গঠন করা হয়েছে। এসব সমিতির মাধ্যমে মোট ২২ লক্ষ পরিবারের ১.২০ কোটি দরিদ্র মানুষকে খামার গড়াসহ অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। বর্তমানে প্রতিটি সমিতির তহবিলে গড়ে ৯,০০,০০০ -১০,০০,০০০ টাকা মজুদ আছে। সমিতিসমূহের গঠিত মোট তহবিলের পরিমাণ ৩,১৫১ কোটি টাকা। এর মধ্যে সদস্যদের নিজস্ব সঞ্চয় ১,০২৭.৪৮ কোটি টাকা; সরকার বোনাস ও আবর্তক তহবিল হিসাবে প্রদান করেছে ১,৯৫৬.৩০ কোটি টাকা। অবশিষ্ট ১৬৭.২২ কোটি টাকা সুদ ও সার্ভিস চার্জ হিসেবে অর্জিত হয়েছে। সঞ্চিত তহবিল দিয়ে নিজেদের প্রয়োজনের নিরিখে প্রতি গ্রামে হাঁস-মুরগি ও গবাদি পশু পালন, মৎস্য

ও সজি চাষ এবং নার্সারির ন্যায় জীবিকায়ন খামার গড়ে উঠেছে। প্রকল্পের অধীনে দেশব্যাপী প্রায় ২৮ লক্ষ খামার গড়ে উঠেছে।

নতুন করে আরও ৩৬.৩১ লক্ষ পরিবার তথা ১.৮২ কোটি দরিদ্র মানুষকে এ প্রকল্পের আওতাভুক্ত করার লক্ষ্য স্থির করা হয়েছে। এ কারণে প্রকল্পটি তৃতীয়বারের মত সংশোধন করে এর মেয়াদ জুন, ২০২০ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে। এ প্রকল্পের সফল বাস্তবায়নের ফলে ২০২০ সালের মধ্যে এক কোটি পরিবার তথা পাঁচ কোটি মানুষ স্থায়ীভাবে দারিদ্র্যমুক্ত হবে। প্রকল্পটি ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে দারিদ্র্য মধ্যম আয়ের দেশে রূপান্তরে অগ্রণী ভূমিকা রাখবে।
প্রকল্পের আওতায় গঠিত গ্রাম উন্নয়ন সমিতি ও তার স্থায়ী তহবিল ব্যবস্থাপনার জন্যে সরকার পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করেছে।

চর জীবিকায়ন কর্মসূচি - ২য় পর্যায়

চরাঞ্চল ও বিভিন্ন পশ্চাৎপদ এলাকায় বসবাসরত নিম্ন আয়ের এবং কর্মহীন মানুষদের দারিদ্র্য দূরীকরণে 'চর জীবিকায়ন কর্মসূচি (সিএলপি)' শীর্ষক প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। চর এলাকার ৮টি জেলার (টাঙ্গাইল, পাবনা, নীলফামারী, লালমনিরহাট, রংপুর, কুড়িগ্রাম, জামালপুর, গাইবান্ধা) ৩১টি উপজেলার ১২৬টি ইউনিয়নে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পের আওতায় চরাঞ্চলের ৩.৩৫ লক্ষ হতদরিদ্র মানুষ প্রত্যক্ষভাবে এবং প্রায় ১০ লক্ষ মানুষ পরোক্ষভাবে উপকৃত হয়েছে।

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের অধিভুক্ত কয়েকটি সংস্থা, ফাউন্ডেশনের দারিদ্র্য বিমোচন বিষয়ক কার্যক্রম নিচে আলোচনা করা হলোঃ

সমবায় অধিদপ্তর

কর্মসংস্থান, দারিদ্র্য বিমোচন ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে সমবায়ের গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে। বর্তমানে সারাদেশে ১,৭৮,৯৫৬টি নিবন্ধিত সমবায় সমিতি রয়েছে। এর মধ্যে জাতীয়/জাতীয় পর্যায়ের সমিতি ২২টি, কেন্দ্রীয় সমিতি ১,১৬৯টি এবং প্রাথমিক সমিতি ১,৭৭,৭৩৮টি। এ সকল সমবায় সমিতির কার্যকরী মূলধনের পরিমাণ প্রায় ১৩,৫১৩.৯৭ কোটি টাকা। সমবায় সমিতির সদস্যদের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও নিরাপত্তার নিশ্চয়তা বিধানের লক্ষ্যে বেসরকারি খাতে বীমা ব্যবস্থা পরিচালনার জন্য 'বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ ইন্স্যুরেন্স লিঃ' প্রতিষ্ঠা করা হয়। বর্তমানে সারা দেশে এর অধীনে ৮০৩টি সমিতি রয়েছে। এর মধ্যে ৯টি জাতীয়/জাতীয় পর্যায়ের সমবায় সমিতি, ১২০টি কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি এবং ৬৭৪টি প্রাথমিক সমবায় সমিতি। বর্তমানে এ সমিতির শেয়ার মূলধন ৬৩.৭৭ লক্ষ টাকা এবং সংরক্ষিত তহবিল ৯৬.৪৭ লক্ষ টাকা। বাংলাদেশে সমবায় কর্মকাণ্ডকে ফলপ্রসূ ও গতিশীল করার জন্য সমবায় অধিদপ্তরের উদ্যোগে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। বর্তমানে 'দুগ্ধ সমবায় সমিতির কার্যক্রম বিস্তৃতকরণের মাধ্যমে বৃহত্তর ফরিদপুর, বরিশাল ও খুলনা জেলার দারিদ্র হ্রাসকরণ ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন' শীর্ষক প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে।

লাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি)

গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন তথা পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনে বিআরডিবির গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে। বিআরডিবি এ পর্যন্ত পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচন কর্মকাণ্ডমূলক ১১৪টি প্রকল্প/কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছে। বর্তমানে দারিদ্র্য বিমোচনমূলক ও অন্যান্য কর্মকাণ্ডভিত্তিক ৬টি প্রকল্প/কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। বিআরডিবি কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প/কর্মসূচিগুলো হচ্ছে ক) অংশীদারত্বমূলক পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প-৩; খ) উত্তরাঞ্চলের দরিদ্রের কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণ কর্মসূচি; গ) দরিদ্র মহিলাদের জন্য সমন্বিত পল্লী কর্মসংস্থান সহায়তা প্রকল্প; ঘ) পল্লী জীবিকায়ন প্রকল্প ২য় পর্যায়; ঙ) সেচ সম্প্রসারণ কর্মসূচি এবং চ) ইনিশিয়েটিভ ফর ডেভেলপমেন্ট, এমপাওয়ারমেন্ট, এওয়ারনেস এন্ড লাইভলীহুড প্রজেক্ট। এছাড়া, বিআরডিবির নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় দারিদ্র্য বিমোচন, নারীর ক্ষমতায়ন, ঋণ কার্যক্রমসহ বেশ কিছু কর্মসূচি চলমান আছে। ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত বিআরডিবি মোট ১৩,৭৪২.৩২ কোটি টাকা ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান করেছে। বর্ণিত সময় পর্যন্ত ১২,৫০৯.৩৬ কোটি টাকা ঋণ আদায় করা হয়েছে। ঋণ আদায়ের হার ৯১ শতাংশ।

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বার্ড), কুমিল্লা

বার্ড পল্লী অঞ্চলের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে সংশ্লিষ্ট জনপ্রতিনিধি, সরকারি-বেসরকারি কর্মকর্তা ও উন্নয়ন কর্মীদের নিয়মিত প্রশিক্ষণ প্রদানসহ গবেষণা ও প্রায়োগিক গবেষণা পরিচালনা করছে। ২০০১ সাল থেকে ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত প্রায় ৮২,০০০ অংশগ্রহণকারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে, যাদের প্রায় ৩৫ শতাংশই নারী। বর্তমানে বার্ড জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব, পরিবার পরিকল্পনা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় মহিলা উদোক্তাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, সামগ্রিক ব্যবস্থাপনার মানোন্নয়নসহ নানা বিষয়ে গবেষণা করছে। সংস্থাটি ২০০১ সাল থেকে ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত ১৫৯টি গবেষণা পরিচালনা করেছে।

পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (আরডিএ), বগুড়া

বাংলাদেশের প্রথম পঞ্চম বার্ষিক পরিকল্পনার আওতায় ১৯৭৪ সালে পল্লী উন্নয়ন একাডেমি, বগুড়া প্রতিষ্ঠা লাভ করে। একাডেমির মূল কাজ হলো প্রশিক্ষণ প্রদান, গবেষণা, প্রায়োগিক গবেষণা পরিচালনা ও পরামর্শ সেবা প্রদান করা। এখানকার প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের মূখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে আধুনিক প্রযুক্তি হস্তান্তর, দক্ষতা বৃদ্ধি ও মানবসম্পদ উন্নয়ন। একাডেমির শুরু থেকে ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত মোট ৪,৬৫,৩৩৮ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। আরডিএ ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, গাজী এর যৌথ উদ্যোগে বাংলাদেশে প্রথমবারের মত 'গ্রাজুয়েট ডিপ্লোমা-ইন-রুরাল ডেভেলপমেন্ট' কোর্স প্রবর্তন করা হয়েছে। আরডিএ ২০১৬ সাল পর্যন্ত মোট ৪০২টি গবেষণা ও ৩৯টি প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্প সম্পন্ন করেছে। বর্তমানে ৫১টি গবেষণা এবং ৮টি প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্প চলমান রয়েছে। আরডিএর আওতায় ২,৫৯,০০০ পরিবারের মাঝে বিশুদ্ধ খাবার পানি সরবরাহ করা হয়েছে। তাছাড়া ভূ-গর্ভস্থ সেচ নালার মাধ্যমে ৩৭,০১৮ একর জমি উন্নত সেচ ব্যবস্থার আওতায় আনা হয়েছে।

সুইস ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন (এসডিসি) ও বাংলাদেশ সরকারের যৌথ অর্থায়নে আরডিএ মার্কেট ফর চর (M4C) প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে। এর ফলে চরাঞ্চলের ১০টি জেলায় উন্নত বাজার ও যোগাযোগ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন ও আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি সম্প্রসারণের মাধ্যমে ৬০,০০০ পরিবারের আয় বৃদ্ধি পেয়েছে। সংস্থাটি দেশের নবায়নযোগ্য শক্তির সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে ইতোমধ্যে ১১২টি গ্রামে কমিউনিটি বায়োগ্যাস প্রযুক্তি সম্প্রসারণ করেছে। একাডেমির সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনা কেন্দ্র ২০০০-০১ অর্থবছর থেকে জানুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত ১০২.১৭ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করেছে। একই সময়ে ৯২.২৭ কোটি টাকা ঋণ আদায় করা হয়েছে।

পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ)

পিডিবিএফ দেশের ৫২টি জেলার ৩৫৯টি উপজেলায় তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করছে। ২০১৬-১৭ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত পিডিবিএফ ক্ষুদ্র ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ হিসেবে ১,০৬৫.৩৫ কোটি টাকা বিতরণ করেছে। এছাড়া, ক্রমপুঞ্জিতভাবে ৯,২০১.৮২ কোটি টাকা ক্ষুদ্র ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ বিতরণ করেছে। এর ফলে প্রায় ১২ লক্ষ গ্রামীণ জনগণের বিভিন্ন আয় বৃদ্ধিমূলক কর্মকাণ্ডে আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ হয়েছে ।

ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন

১৯৯৪ সালে ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠিত হয়। দেশের পল্লী অঞ্চলে বসবাসরত ক্ষুদ্র কৃষক ও ভূমিহীন পরিবারের বিশেষতঃ মহিলাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন তথা দারিদ্র্য বিমোচনই এ ফাউন্ডেশনের প্রধান লক্ষ্য। ২০০৭ সাল থেকে ফাউন্ডেশনের ঋণ বিতরণ কার্যক্রম শুরু হয় এবং বর্তমানে ৩৬টি জেলার ১৭৪টি উপজেলায় তা পরিচালিত হচ্ছে। ফাউন্ডেশনের আওতায় ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত গ্রাম পর্যায়ে ৪,৩১৯টি কেন্দ্র গঠনের মাধ্যমে ১,৩৩,৭৩৭ জনকে সদস্যভুক্ত করা হয়। সদস্যদের মাঝে উৎপাদন বৃদ্ধি, আত্মকর্মসংস্থান ও আয় বৃদ্ধিমূলক ক্রমে মোট ৪৮৬.৭০ কোটি টাকা জামানতবিহীন ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। একই সময় পর্যন্ত সাপ্তাহিক কিস্তির মাধ্যমে মোট ৪৩২.৮৩ কোটি টাকা ঋণ আদায় করা হয়েছে। এছাড়া, সদস্যরা ঋণ বিনিয়োগের আয় থেকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয়ের মাধ্যমে ৩৩.৪১ কোটি টাকা 'নিজস্ব পুঁজি' গঠন করেছেন।

বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বাপার্ড)

দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের মানুষের দারিদ্র্য বিমোচন ও জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে ১৯৯৭ সালে গোপালগঞ্জ জেলার কোটালীপাড়ায় বঙ্গবন্ধু দারিদ্র বিমোচন প্রশিক্ষণ কমপ্লেক্স প্রতিষ্ঠা করা হয়। ২০১২ সালে এর নামকরণ করা হয় 'বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বাপার্ড)। একাডেমিটির প্রধান কার্যাবলী হলো প্রশিক্ষণ ও গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা, সরকারি ও বেসরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারিদের প্রশিক্ষণ প্রদান, পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচন বিষয়ক কর্মশালা ও সেমিনার আয়োজন। এছাড়া, ক্ষুদ্র, প্রান্তিক চাষি এবং বিত্তহীন ও বেকার জনগোষ্ঠীর দক্ষতা অর্জনের মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থানের লক্ষ্যে কৃষি ও অকৃষি খাতের বিভিন্ন উপার্জনমূলক কর্মকাণ্ডে প্রতিষ্ঠানটি প্রশিক্ষণ প্রদান করছে। শুরু থেকে ২০১৬-১৭ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ২৮,০৭৫ জন সুফলভোগী এবং সরকারি/বেসরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারিকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

বেকারদের কর্মসংস্থানে কর্মসংস্থান ব্যাংকের কার্যক্রম

দেশের বেকার জনগোষ্ঠী বিশেষ করে শিক্ষিত বেকার যুব সম্প্রদায়কে আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ করে দিতে ১৯৯৮ সালে কর্মসংস্থান ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়। শুরু থেকেই ব্যাংকটি উৎপাদনমুখী ও আয়বর্ধক কর্মকাণ্ডে যুব সম্প্রদায়কে সম্পৃক্ত করতে ঋণ প্রদান করে আসছে। বর্তমানে সারা দেশে ২১২টি শাখার মাধ্যমে ব্যাংকটির কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

কর্মসংস্থান ব্যাংকের কয়েকটি বিশেষ ঋণ কর্মসূচি

ব্যাংকের নিজস্ব কর্মসূচির আওতায় ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত ৪,২৭,৬৪৪ জন উদ্যোক্তার মধ্যে মোট ৩,২৭২.৩১ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। একই সময় পর্যন্ত ৩,০১৮.৮৪ কোটি টাকা ঋণ আদায় করা হয়েছে। ঋণ আদায়ের হার ৯৪ শতাংশ।

শিল্প কারখানার স্বেচ্ছাঅবসরপ-্রাপ্ত কর্মচ্যুত/শ্রমিক কর্মচারিদের কর্মসংস্থানের জন্য ক্ষুদ্র ঋণ সহায়তা (শিকাশ্র)

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে কর্মসূচিটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। শিল্প কারখানা/প্রতিষ্ঠানের স্বেচ্ছা অবসরপ্রাপ্ত/কর্মচ্যুত শ্রমিক/কর্মচারিদের পুনরায় আত্মকর্মসংস্থানের লক্ষ্যে কর্মসূচিটির আওতায় ফেব্রুয়ারি,২০১৭ পর্যন্ত মোট ১৯,০০২জন শ্রমিক/কর্মচারিকে ঋণ প্রদান করা হয়েছে। বিতরণকৃত ঋণের পরিমাণ ১০৫,৩১ কোটি টাকা। একই সময়ে ৯০.৯২ কোটি টাকা ঋণ আদায় করা হয়েছে।

কৃষিভিত্তিক শিল্পে ঋণ সহায়তা কর্মসূচি (কৃভিশি)

অর্থ মন্ত্রণালয়কে সাথে নিয়ে কর্মসংস্থান ব্যাংক কর্মসূচিটি বাস্তবায়ন করছে। কর্মসূচির আওতায় ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত মধ্যে ৬৬.৩৬ কোটি টাকা বিতরণ করা হয়েছে। এতে কৃষিভিত্তিক শিল্পে নিয়োজিত ২,৩১৮ জন উদ্যোক্তা সরাসরি উপকৃত হয়েছেন।

বাংলাদেশ ব্যাংক মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ ঋণ সহায়তা কর্মসূচি (বিবিমপ্রাস)

বাংলাদেশ ব্যাংকের ঋণ সহায়তায় ২০১৫-১৬ অর্থবছর থেকে কর্মসংস্থান ব্যাংক কর্মসূচিটি শুরু করেছে। এর আওতায় ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত মোট ১০১.৮০ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। এ কর্মসূচির আওতায় মোট ৪৩,৭৩১ জনের কর্মসংস্থান হয়েছে।

বাংলাদেশ ব্যাংক দুগ্ধ উৎপাদন ও কৃত্রিম প্রজনন খাতে পুনঃঅর্থায়ন স্কীম (বিবিকৃপ)

কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে জাত উন্নয়নপূর্বক দুগ্ধ উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২০১৫-১৬ অর্থবছর থেকে বাংলাদেশ ব্যাংকের ঋণ সহায়তায় দুগ্ধ উৎপাদন ও কৃত্রিম প্রজনন খাতে পুনঃঅর্থায়ন স্কীম কর্মসূচিটি চালু হয়েছে। কর্মসূচির আওতায় ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত মোট ১,৮৭৩ জন ঋণ গ্রহিতার মাঝে ১৫ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। এ কর্মসূচির ফলে ৬,৭৬২ জনের কর্মসংস্থান হয়েছে।

কর্মসংস্থান ব্যাংক কর্তৃক ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত ঋণ বিতরণ ও আদায় সংশ্লিষ্ট তথ্য সারণি ১৩.৬ এ দেয়া হলোঃ

সারণি ১৩.৬: কর্মসংস্থান ব্যাংকের ক্রমপুঞ্জিত ঋণ বিতরণের তথ্য

(কোটি টাকায়)

	কর্মসূচির নাম	বিতরণ	আদায়যোগ্য	আদায়কৃত	আদায়ের হার (%)	সুবিধাভোগী	কর্মসংস্থান সৃষ্টি
১	**নিজস্ব কর্মসূচি**	৩২৭২.৩১	৩১৯৭.৬৩	৩০১৮.৮৪	৯২	৪২৭৬৪৪	১৫৪৩৭৯৪
২	**বিশেষ কর্মসূচিঃ**						
	ক) শিকাশ্র ঋণ কর্মসূচি	১০৫,৩১	১০৩,৬১	৯২.৯০	৯০	১৯০০২	৬৮৫৯৭
	খ) কৃষি ভিত্তিক শিল্পে ঋণ	৬৬.৩৬	৭৬,৫১	৭৩.১৪	৯৫	২৩১৮	৮৩৬৮
	গ) বিবিমপ্রাস	১০১.৮০	৫৫,০৫	৫৩,৭৫	৯৮	১২১১৪	৪৩৭৩১
	ঘ) বিবিকৃপ	১৫.০০	২.১০	২.০৯	৯৯	১৮৭৩	৬৭৬২
	সর্বমোট	**৩৫৬০.৭৮**	**৩৪৩১.০২**	**৩২৪০.৭২**	**৯৫**	**৪৬২৯৫১**	**১৬৭১২৫২**

সূত্র: কর্মসংস্থান ব্যাংক।

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)

১৯৯০ সালে প্রতিষ্ঠিত পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) দারিদ্র্য বিমোচন, সামাজিক নিরাপত্তা ও নারীর ক্ষমতায়নে কাজ করছে। দেশব্যাপী ২৭৬টি সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে পিকেএসএফের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। সহযোগী সংস্থাসমূহের সদস্যদের প্রায় ৯৫ শতাংশই মহিলা। প্রতিষ্ঠার পর থেকে ডিসেম্বর, ২০১৬ পর্যন্ত পিকেএসএফ মোট ২৬,১৪৮.৪৬ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করেছে। অন্যদিকে, একই সময়ে বিতরণকৃত ঋণের মাঝে ২১,৮৭১.১১ কোটি টাকা আদায় করেছে। পিকেএসএফ ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম ছাড়াও সার্বিক দারিদ্র্য বিমোচন তথা মানুষের জীবনমান উন্নয়নে আরও কিছু উল্লেখযোগ্য উদ্যোগ

নিয়েছে। ইতোমধ্যে বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ঝুঁকি মোকাবেলা তহবিল (বিসিসিআরএফ) এর অধীনে কমিউনিটি ক্লাইমেট চেঞ্জ প্রোগ্রাম ও ডেভেলপিং ইনক্লুসিভ ইনসিওরেন্স সেক্টর প্রজেক্ট চালু করেছে। এছাড়াও, নিজস্ব অর্থায়নে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ঋণ কার্যক্রম এবং দরিদ্রদের সক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে বিশেষ তহবিল (Special Fund) এবং কর্মসূচি সমর্থক তহবিল (Programme Support Fund) গঠন করা হয়েছে। 'কৃষি ইউনিট' এবং 'মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ ইউনিট' নামক দুটি ইউনিট স্থাপন করা হয়েছে। নিজস্ব অর্থায়নে প্রতিষ্ঠিত ইউনিট দুটির মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে কৃষি এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদভিত্তিক আয়বর্ধকমূলক কর্মকান্ডের ভ্যালু চেইন প্রতিষ্ঠা। এছাড়া, কৃষি এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ বিষয়ক প্রযুক্তি সম্প্রসারণ এবং উৎপাদিত পণ্য ও উপজাত দ্রব্যের বাজারজাতকরণ নিশ্চিত করতে ইউনিট দুটি কাজ করছে। সারণি ১৩.৭ ও ১৩.৮ এ পিকেএসএফ ও এর সহযোগী সংস্থা পর্যায়ে ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রমের তথ্য ও উপাত্ত তুলে ধরা হলোঃ

সারণি ১৩.৭: পিকেএসএফ এর ক্ষুদ্র ঋণ পরিস্থিতি

(কোটি টাকায়)

বিবরণ	অর্থবছর								ক্রমপুঞ্জিভূত (ডিসে: ২০১৬ পর্যন্ত)
	ক্রমপুঞ্জিত ২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭ (ডিসে:২০১৬ পর্যন্ত)	
ঋণ বিতরণ	৯৮২৬.১৫	১৯৩১.২৮	২৩২০.০০	২৪৫০.৬১	২৭০৪.৫০	২৮২৩.৬৮	২৯৮৫.১৫	১৫০৭.১০	২৬১৪৮.৪৬
ঋণ আদায়	৬২৬১.৭৫	১৮৯৪.২৬	২১৩৭.৭২	২৩১৬.৬৬	২৫১৯.০২	২৫৭৮.৭৪	২৭১২.৯৮	১৪৪৯.৯৭	২১৮৭১.১১
ঋণ আদায়ের হার (%)	৯৮.৫৫	৯৮.৬৩	৯৮.৫০	৯৮.৩৪	৯৮.৮৫	৯৯.০৮	৯৯.২৪	৯৯.১৩	৯৯.১৩
সহযোগী সংস্থা	২৬২	২৬৮	২৭১	২৭২	২৭৩	২৭৪	২৭৫	২৭৬	২৭৬
ঋণ গ্রহিতার সংখ্যা	৮৩৮৬২১৪	৮২২৮৫৩৩	৬৬৫১৩১০	৭৮৬৫৮২২	৮১৩১২৬৯	৮৫৪৭২১৪	৯৩৮৮৯৫৩	৯৫৭৫৫৬৪	৯৫৭৫৫৬৪
মহিলা	৭৭২৩৭১২	৭৫২৭৫৪৬	৬০৮৮২৬০	৭১৬৭৫৩৩	৭৪১৭২৪৯	৭৭৯৮১২৩	৮৫৮৭৫২৮	৮৭৭০৩৯০	৮৭৭০৩৯০
পুরুষ	৬৬২৫০২	৭০০৯৮৭	৫৬৩০৫০	৬৯৮২৮৯	৭১৪০২০	৭৪৯০৯১	৮০১৪২৫	৮০৫১৭৪	৮০৫১৭৪

উৎসঃ পিকেএসএফ

সারণি ১৩.৮: পিকেএসএফ এর সহযোগী সংস্থা পর্যায়ে ক্ষুদ্র ঋণ পরিস্থিতি

(কোটি টাকায়)

বিবরণ	অর্থ-বছর ২০১৫-১৬		অর্থ-বছর ২০১৬-১৭ (ডিসেম্বর ২০১৬ পর্যন্ত)		৩১ ডিসেম্বর, ২০১৬ তারিখে ঋণস্থিতি	
	ঋণ বিতরণ	ঋণ আদায়	ঋণ বিতরণ	ঋণ আদায়		
পিকেএসএফ-সহযোগী সংস্থা পর্যায়ে	২৯৮৫.১৫	২৭১২.৯৮	১৫০৭.১০	১৪৪৯.৯৭	সহযোগী সংস্থা পর্যায়ে	৪২৭৭.৩৬
সহযোগী সংস্থা - ঋণগ্রহিতা পর্যায়ে	২৮২০৮.৫২	২৪৭৬৬.২৪	১৬১১৯.৪৭	১৪৩৯৫.৫৫	ঋণগ্রহিতা পর্যায়ে	১৭৯৮৯.২৩

উৎসঃ পিকেএসএফ

মহিলাদের আত্মকর্মসংস্থানের জন্য ক্ষুদ্র ঋণ

গ্রামীণ দুঃস্থ ও অসহায় মহিলাদের ঋণ প্রদানের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন ও আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির উদ্দেশ্যে ২০০৩-০৪ অর্থবছর থেকে এ কার্যক্রম শুরু হয়েছে। জাতীয় মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর কার্যক্রমটি বাস্তবায়ন করছে। দেশের মোট ১০৮টি উপজেলায় জনপ্রতি ৫,০০০ টাকা থেকে ১৫,০০০ টাকা ঋণ প্রদান করা হচ্ছে।

এছাড়াও, জাতীয় মহিলা সংস্থার অধীনে (ক্ষুদ্র ঋণ তহবিল ও প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ তহবিল) হতে ৬৪টি জেলা এবং ২৮টি সদর উপজেলা শাখার মাধ্যমে ঋণ বিতরণ করা হচ্ছে। ঋণের পরিমাণ জনপ্রতি ৫,০০০ টাকা থেকে ২০,০০০ টাকা।

ারকারি সংস্থাসমূহের (NGO)ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম

ক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি (এমআরএ)-এর মাধ্যমে ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম মনিটরিং

বাংলাদেশে কর্মরত ক্ষুদ্র ঋণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের কাজে স্বচ্ছতা ও জবাদিহিতা আনয়ন এবং এসব প্রতিষ্ঠানকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য ২০০৬ সালে মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী

অথরিটি (এমআরএ) প্রতিষ্ঠিত হয়। ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্যে এমআরএ অনুমতি প্রদান করে। দেশে কর্মরত সকল সরকারি-বেসরকারি সংস্থার ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রমের তথ্যাদি সংগ্রহ ও সংরক্ষণ মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটির অন্যতম প্রধান কাজ। এ কাজকে আধুনিকায়ন করতে ক্ষুদ্র ঋণের ন্যাশনাল ডাটাবেইজ তৈরি করা হয়েছে। ৩১ ডিসেম্বর, ২০১৬ পর্যন্ত ৭৬৯টি প্রতিষ্ঠানকে ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম পরিচালনার সনদ দেয়া হয়েছে এবং নানা অনিয়মের অভিযোগে ৮০টি প্রতিষ্ঠানের সনদ বাতিল করা হয়েছে। এছাড়া, আরও ৮১টি প্রতিষ্ঠানকে ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম পরিচালনার সাময়িক অনুমোদন দেয়া হয়েছে। ডিসেম্বর, ২০১৬ পর্যন্ত সনদপ্রাপ্ত ৬৯৪টি প্রতিষ্ঠানের মাঠ পর্যায়ে ঋণস্থিতি পরিমাণ ৫০৯.০৬ বিলিয়ন টাকা এবং সঞ্চয়স্থিতি ১৮৮.৩৯ বিলিয়ন টাকা।

প্রধান প্রধান এনজিওসমূহের সার্বিক কার্যক্রম

ব্র্যাক

বিশ্বের সর্ববৃহৎ এনজিও ব্র্যাক বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অসামান্য অবদান রাখছে। এটি দেশের সবচেয়ে বড় ক্ষুদ্র ঋণ দানকারী সংস্থা। ব্র্যাক বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে ঋণদান কর্মসূচি ছাড়াও দারিদ্র্য বিমোচন, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও সামাজিক উন্নয়নে কাজ করছে। ডিসেম্বর, ২০১৬ পর্যন্ত ব্র্যাক মোট ১,৪০,৪০২ কোটি টাকা ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণ করেছে। এর ফলে ৫৯,৫৭,৯৫১ জন উপকারভোগী প্রত্যক্ষভাবে লাভবান হয়েছেন, যাদের ৮৭ শতাংশই মহিলা।

আশা

১৯৭৮ সালে আশা প্রতিষ্ঠিত হলেও ১৯৯২ সালে বিশেষায়িত ক্ষুদ্র ঋণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে কার্যক্রম শুরু করে। আশার স্বল্প ব্যয় ও টেকসই ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচি মডেল হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ৭৪ লক্ষ উপকারভোগীর মাঝে ২০,৯০৫ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রমের শুরু থেকে ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত আশা ক্রমপুঞ্জিভূতভাবে ১,২৭,৩৫৭.৩৯ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করেছে।

কারিতাস

দেশের পিছিয়ে পড়া দরিদ্র মানুষদের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে তাদের উন্নয়ন শিক্ষার পাশাপাশি দারিদ্র্য বিমোচনে কারিতাস নানা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। বর্তমানে দেশের ২৬টি জেলার ৬২টি উপজেলায় কারিতাসের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। ডিসেম্বর, ২০১৬ পর্যন্ত সংস্থাটি ২,৫৬,৪১১ জন উপকারভোগীর মাঝে মোট ৩,০৫২.৩৫ কোটি টাকা ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণ করেছে।

টিএমএসএস

দারিদ্র্য দূরীকরণ, আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ও নারীর ক্ষমতায়নের জন্য টিএমএসএস কাজ করছে। দেশের ৬৩ জেলার ৩১১ উপজেলায় এর কর্মকান্ড চলছে। টিএমএসএস ডিসেম্বর, ২০১৬ পর্যন্ত ৫২,৬৫,৫২২ জন উপকারভোগীর মাঝে ক্রমপুঞ্জিতভাবে ১,৬৭৭.৯৭ কোটি ঋণ বিতরণ করেছে।

বুরো বাংলাদেশ

১৯৯০ সালে প্রতিষ্ঠিত বুরো বাংলাদেশে ৪২৪টি উপজেলা জুড়ে দারিদ্র্য বিমোচনে কাজ করছে। ডিসেম্বর, ২০১৬ পর্যন্ত মোট ১৬,১৮০.৫৩ কোটি টাকা ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়াও, অন্যান্য এনজিওসমূহ বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। প্রধান প্রধান এনজিও সমূহের ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম সারণি ১৩.৯ এ উপস্থাপন করা হলোঃ

সারণি ১৩.৯ঃ প্রধান প্রধান এনজিওসমূহের ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচির খতিয়ান

(কোটি টাকায়)

	২০১০ ক্রমপুঞ্জিত	২০১১	২০১২	২০১৩	২০১৪	২০১৫	২০১৬	ক্রমপুঞ্জিত ডিসে: ২০১৬
ব্র্যাক								
বিতরণ	৫০৪৪৬.৬২	৮৬২৬.৭৮	১০৪২২.২	১২১১৪.৮৯	১৫১৯০.৪৯	১৯২৯৮.২৮	২৪৩০২.৭৮	১৪০৪০২.০৪
আদায়	৪৬০৮২.৫৮	৭৭২৭.২৬	৯৬৮৯.৭৪	১০৯৬৬.১২	১৩২৮১.৭২	১৭১১৩৪.৮১	২১৫৬৩.৬৬	১২৬৪৪৫.৮৯
সুবিধাভোগী	-	৬৭৭০৩৩৮	৫৮৩৫৮৬১	৫৬৪০৬৮৪	৫৫১০৯০৫	৫৩৭৭৯৫১	৫৯৫৭৯৫৪	৫৯৫৭৯৫১
মহিলা	-	৬৩০২৯৪৬	৫৩৮০২৬৫	৫০৭৪১৮১	৪৮৭৬৪৪৫	৪৬৭১০০৪	৫১৮৮২০৬	৫১৮৮২০৬
পুরুষ	-	৪৬৭৩৯২	৪৫৫৫৯৬	৫৬৬৫০৩	৬৩৪৪৬০	৭০৬৯৪৭	৭৬৯৭৪৫	৭৬৯৭৪৫
আশা*								
বিতরণ	৪১০১১.২৭	৮৬৭০.২২	৯৫৬৮.৭১	১০৭৩৯.১৫	১১৬০৫.৬	১৭৬৮৩.২৬	১৬৯৭২.৯৯	১২৭৩৫৭.৩৯
আদায়	৩৭২৫৬.৫৮	৭৬৮৩.৫	৯২২১.৫৯	৯৬৭৮.৯২	১০৪২৬.৯১	১২৭৯৩.৩২	১২৮৩৩.২৬	১১১১৮৯.৮০
সুবিধাভোগী	-	৪৯৩৫৬৮৫	৪৭৩৫৫৪৫	৪৮৫৯৫৮৮	৫৩২২৩৫১	৬১১২৯৯২	৭৭৯৭৪৬৩	৭৭৯৭৪৬৩
মহিলা	-	৪২৯৭৮৯৬	৪৫৬৯৩৫৬	৪৬৯৮৭১৬	৪৯০৫১৭৫	৬২৫৭৪০০	৭১৩৪৩২৭	৭১৩৪৩২৭

	২০১০ ক্রমপুঞ্জিত	২০১১	২০১২	২০১৩	২০১৪	২০১৫	২০১৬	ক্রমপুঞ্জিত ডিসে: ২০১৬
পুরুষ	-	৬৩৭৭৯০	১৬৬১৮৯	১৬০৮৭২	৪১৭১৭৬	৫৮২৫২২	৬৬৩১৩৬	৬৬৩১৩৬
কারিতাস								
বিতরণ	১২৬৭.৯২	২৩৭.০৪	২৬৫.৯৩	২৮৬.৪	২৯৭.৩৫	৩১৭.১৬	৩৮০.৪৫	৩০৫২.৩৫
আদায়	১১৫৬.৩৬	২০৯.০৫	২৫২.২৮	২৭৩.৭৬	২৯১.৬২	৩১০.০৭	৩৪৬.৫৫	২৮৩৯.৬৯
সুবিধাভোগী	-	৪৩৪৫	১৯২৫১	১০৯২৮	৩৭৮৯৭	২৯২১৭	৬৬১৯	২৫৬৪১১
মহিলা	-	৪০৩৪	১১৪৩১	৫৬৪৮	২২৮১৮	১৮৪২১	৭৮৩২	২২০২১৬
পুরুষ	-	৮৩৭৯	৭৮২০	৫২৮০	১৫০৭৯	১০৭৯৬	১২১৩	৩৬১৯৫
টিএমএসএস								
বিতরণ	৩৮৮৮.০৩	৯৯১.৪৬	১২০৮.৮২	১৯৬	১৮৯৪.৪৯	২৯৬.৩৮	২৬১৩.৯৮	১৬৬৭৭.৯৭
আদায়	৩৪৫৭.০৮	৮৭০.৬৫	১০৮৮.৮১		১৬২৩.৯৮	২৫৪.০৪	২৪৬০.৩৫	১৪৮৭১.৩৫
সুবিধাভোগী	-	৫০,১৩৪	৩৬৮,৫৭৯	৪৪৯,১৫৫	৫৬৪১২৭	৫১৯১১৮	৪৫৯৫৫৮	৫২৬৫৫২২
মহিলা	-						-	-
পুরুষ	-						-	-
বুরো বাংলাদেশ								
বিতরণ	৩৯১১.০৮	১১৯১.০১	৭১১.৬৫	২২১১.০৯	২২৩৬.৪৩	২৩৯৪.৫১	৩৫২৪.৭৬	১৬১৮০.৫৩
আদায়	৩৩৫৪.৯৬	১১০৯.০৫	৬৬১.৩৩	১৫৯৯.৫৭	২৩৪২.৩৯	১৯০৭.৮৯	২৯০০.২৯	১৩৮৭৫.৪৮
সুবিধাভোগী	-	১০৪৩৫৪১	১০৮২৭৮৯	১,৭৩২,১২০	১২৫৩৮৩৫	১২৬৯৪১১	৩০৬৭৭৯	
মহিলা	-						-	-
পুরুষ	-						-	-
মোট								
বিতরণ	১০৮৭২৬.৬	২০৯৪৭.৯৩	২৩৭২৬.৯১	২৮৩৮৬.৯৫	৩২৯৬৪.১	৪৪৬৬০.৭৩	৪৭৭৯৪.৯৬	৩০৩৬৭০.২৮
আদায়	৯৯৩১১.৭৭	১৮৭৩৬.০৮	২২৩৫৮.৯	২৫৪৩৬.৮৭	২৯৬৪৬.২৬	৩৬৫৪৫.১৩	৪০১০৪.১১	২৬৯২২২.২৭

উৎসঃ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান।

গ্রামীণ ব্যাংক

১৯৮৩ সালে বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠান হিসেবে গ্রামীণ ব্যাংকের যাত্রা শুরু হয়। গ্রামীণ ব্যাংক উদ্ভাবিত ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম দারিদ্র্য বিমোচনের নতুন মডেল হিসেবে স্বীকৃতি পায়, যা বিশ্বব্যাপী সমাদৃত হয়। ব্যাংকটি মূলত গ্রামাঞ্চলের দরিদ্র মহিলাদের আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনে কাজ করছে। ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত ২,৫৬৮টি শাখার মাধ্যমে সারাদেশে ৮১,৩৯৬টি গ্রামে ৮৯ লক্ষ সদস্যের মধ্যে এই কার্যক্রম সম্প্রসারিত হয়েছে। সদস্যদের ৯৭ শতাংশই মহিলা। এই সময় পর্যন্ত মোট ১,৪৫,৪৩৭ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে এবং বিতরণকৃত ঋণের বিপরীতে ১,৩৩,১৫৮ কোটি টাকা আদায় করা হয়েছে। সারণি ১৩.১০ এ ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত গ্রামীণ ব্যাংকের ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণ পরিস্থিতি উপস্থাপন করা হলোঃ

সারণি ১৩.১০: গ্রামীণ ব্যাংকের ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণ ও আদায় পরিস্থিতি

(কোটি টাকা)

	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭ (জুলাই-ফেব্রুয়ারি)	ক্রমপুঞ্জিত, ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত
বিতরণ	১০২৯৫.৯৮	১১৫৭৭.১৬	১২০৮১.৬৩	১২৯৪১.৪৫	১৩৮৯০.২৪	১৬৯৩৩.১৫	১৩১০১.৬৩	১৪৫৪৩৭.০০
আদায়	৯২৭৬.৭৬	১০৭৬২.০৮	১১৬৭১.৮৪	১২৫৬২.৪৮	১৩৫৩৪.৩৬	১৫১২৩.১৩	১১৭৬১.৪৪	১৩৩১৫৭.৯১
আদায়ের হার	৯৬.৮৯	৯৬.৮৯	৯৭.২৩	৯৭.৫৩	৯৮.৩৩	৯৮.৮২	৯৯.০৮	৯৮.৪৮
শাখার সংখ্যা	১	২	-	-	১	-	-	২৫৬৮
গ্রামের সংখ্যা	১৭	৩	৫	৩	-	২	৪	৮১৩৯৬
সুবিধাভোগী	৮৩৭৪৯১০	৮৩৭৯৪৫২	৮৪২৫১৪৬	৮৬২৪৯৪৮	৮৬৮১৩০২	৮৮৫৩৯৬১	৮৯১২৭৬৮	৮৯১২৭৬৮
মহিলা	৮০৫৭০৩৯	৮০৫৪২৪৯	৮১০৩৯৫২	৮৩০১৫৫৭	৮৩৪৫৬১০	৮৫৪৮০৬০	৮৬০৭৭০৪	৮৬০৭৭০৪
পুরুষ	৩১৭৮৭১	৩২৫২০৩	৩২১১৯৪	৩২৩৩৯১	৩৩৫৬৯২	৩০৫৯০১	৩০৫০৬৪	৩০৫০৬৪

উৎস: গ্রামীণ ব্যাংক

তফসিলি ব্যাংকসমূহের ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম

বিশেষায়িত কিছু সংস্থা ও এনজিও ব্যতীত তফসিলি ব্যাংকগুলোও ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করছে। সারণি ১৩.১১ এ রাষ্ট্রায়ত্ত ৪টি বাণিজ্যিক ব্যাংক ও ২টি বিশেষায়িত ব্যাংকের প্রদত্ত ক্ষুদ্র ঋণ পরিস্থিতি উপস্থাপন করা হলোঃ

সারণি ১৩.১১: তফসিলি [illegible] ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণ ও আদায় পরিস্থিতি

(কোটি টাকা)

	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩	[illegible]	[illegible]৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	ডিসে ১৬ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত
সোনালী ব্যাংক								
বিতরণ	৬৭৬.২৩	৭২৩.৯৫	৬৬৮.৯৯	১০৬৩.১৫	১০৪১	১১২৭	৮৯৮	১৫৩৬৫
আদায়	৮১২	৮৫১.২৪	৮৬৫.৭২	১১৬৬.৯১	১২৪৪	১১৭৮	৯৯৬	১৭০৮০
আদায়ের হার (%)	১২০.০৮	১১৭.৫৮	১২৯.৪১	১০৯.৭৬	৪৫	৪৬	৮৮	৬৭
সুবিধাভোগী	১৬৪৯০৬	১,৫৯,০৪৫	২৪৫৩৪৪	২৬২১৪৯	২২৯৭৭৩	২০৮৪৩২	১৫০১৩৯	৭৩০৫২১৭
অগ্রণী ব্যাংক								
বিতরণ	৩৩.৬১	৮৪৭.৪১	৭৯৮.১৬	৬০২	২১২০.৫০	১৭৮২.০২	১৩১২.৩১	১২৫৩৫.৭৪
আদায়	৬৬.৬	৮৭৮.৫৪	৮৩০.৩৫	৫২৮	৩০৫১.৮৫	৩০০৭.৮৬	১৪৯৪.৬৯	১০৭২৫.৭৭
আদায়ের হার (%)	১৯৮.১৬	১০৩.৬৭	১০৪.০৩	৮৭.৭১	৭৪	৬৭	৬২	৮৬
সুবিধাভোগী	৫৯৫৪	১,১৮,৬৬৬	১১৭২৩৬	১,৩২,৩১৭	১২৮৮৫০	৯২৬৩৬	৯১১৯৬	৮৪৭৯৪৭
জনতা ব্যাংক								
বিতরণ	৭২২.৩৬	৭২৬.৫২	৭৩৬.৪৮	৭৩৭.৩	৭৫১.৫৭	৭৪৪.৮২	৪৯৫.৫৭	৯১৫১.৭০
আদায়	৫১২.২৩	৫৫৩.২৭	৫২৫.৫৪	৬৪১.৩৫	৬৯৮.৯১	৬৯১.২৩	৪৯০.২৩	৭৪৭০.৬৮
আদায়ের হার (%)	৭০.৯১	৭৬.১৫	৭১.৩৬	৮৬.৯৯	৯৩.০০	৯৩	৯৯	৮১
সুবিধাভোগী	৯৩০৩০	১০৮২৫৪	২৪৫২৮৮	৫৪৮১৩৪	১০৪৫৬৩	৫৫৩৪১৩	৫৫২৩৯২	২৫৮৫১৩১
বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক								
বিতরণ	৫৩.৪২	৫৫.২২	৭৩.৭	১০০.৪৯	৯৬.৫৬	৫৭.৬১	৩১.১৫	১৮২০.৬৬
আদায়	৫১.২৫	৫৩.৬৯	৫১.৩৮	১০৯.৩৭	১০৬.৭৭	৫২.০৪	২১.১৩	১৫৭৯.২৪
আদায়ের হার (%)	৯৫.৯৪	৯৭.২৩	৬৯.৭২	১০৮.৮৪	১১১	৫৩.১৭	৬৭.৮৩	৮৬.৭৩
সুবিধাভোগী	৩১৮৪৯	২৮৫৩৫	২৮২৮৪	১৪৯১৯	১৬৫২৯	১৬০৪৪	৭২৫৪	১৯৭২৭০৮
রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক								
বিতরণ	২৭.৬৮	২৯.২২	৩৯.০৪	৩৮.২৩	২৪.৮৮	১২.৭৩	১৭.৭২	৪৭৭.১১
আদায়	১৯.২৩	১৯.৯৫	৩৭.০৩	৪০.৭৮	২৯.০৭	১৯.০৯	৭.৮০	৩৮৮.৮৪
আদায়ের হার (%)	৬৯.৪৭	৬৮.২৮	৯৪.৮৫	১০৬.৬৭	১১৭	১৫০	৪৪	৮১
সুবিধাভোগী	১২২৫১	১১৩৩৩	১২৬০২	১০৪৮০	৩৮৩২	৫৫৫২	৪৪৫৫	১০৯০৪৮
রুপালী ব্যাংক								
বিতরণ	২১.৭৮	১৫.৬৭	১৬.৬৩	১২.১৭	১১.৪৪	১৯.১৫	১৭.৪৫	২৪২.১৭
আদায়	২৩.৭৯	১৭.৬৩	১৬.৬৮	১৭.৩৮	১৫.৭১	৩১.৩০	২৫.৬০	২৪৪.৩৪
আদায়ের হার (%)	১০৯.২৩	১১২.৫১	১০০.৩	১৪২.৮১	১৩৭.৩২	১৬৬.০০	১৪৬.৭০	১০০.৮৯
সুবিধাভোগী	৭৫২০	৯১৩৪	১৩৫৫৪	১৫৮৪৯	১৫২৫৫	১৪৮৮৬	১৫১৩০	১৫১৪২০
মোট								
বিতরণ	১৫৩৫.০৮	২৩৯৭.৯৯	২৩৩৩	২৫৫৩.৩৪	৪০৪৫.৯৫	৩৬৯৭.২২	২৭৭২.২০	৩৯৫৯২.৩৮
আদায়	১৪৮৫.১	২৩৭৪.৩২	২৩২৬.৭	২৫০৩.৭৯	৫১৪৬.৩১	৪৯৯৬.৫১	৩০৩৫.৪৫	৩৭৪৮৮.৮৭
আদায়ের হার (%)	৯৬.৭৪	৯৯.০১	৯৯.৭৩	৯৮.০৬	৯৬.২২	৮৪.৪০	১০৯.৪৯	৯৪.৬৮

উৎসঃ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান। **নোট:** আদায়ের ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী বছরের অনাদায়ী হিসেব অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় কিছু কিছু ক্ষেত্রে আদায়ের হার শতভাগের বেশি হয়েছে।

অন্যান্য বাণিজ্যিক এবং বিশেষায়িত ব্যাংকের ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচি

তফসিলি ব্যাংকসমূহের পাশাপাশি অন্যান্য বাণিজ্যিক এবং বেসরকারি ব্যাংকসমূহ দারিদ্র্য বিমোচন ও আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে। সারণি ১৩.১২ এ কয়েকটি বাণিজ্যিক এবং বিশেষায়িত ব্যাংকের ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণ কর্মসূচির বিবরণ উপস্থাপন করা হলোঃ

সারণি ১৩.১২ : অন্যান্য বাণিজ্যি· য়িত ব্যাংকের ক্ষুদ্র ঋণের বিবরণ

ব্যাংক	সুবিধাভোগীর সংখ্যা			বিতরণ (ডিসেম্বর, ১৬ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত, কোটি টাকায়)	আদায়ের হার (%)
	মহিলা	পুরুষ	মোট		
আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক	৫,৪৬,৪৮১	৪,৭৫,৭৪৩	১০,২২,২২৪	২০৬৫.৯৪	৯৬.১৫
ন্যাশনাল ব্যাংক লিমিটেড	২,৬৫৯	৪৭,৪৮৯	৫০,১৪৮	১৭,৩৯৩.২৮	৯৪.৯৮
দি ট্রাষ্ট ব্যাংক লিমিটেড	১,০৬৪	১৯,১৫৫	২০,২০৯	২৯৫.১৪	৯০
বেসিক ব্যাংক লিমিটেড	৩,৯৩,৫১২	৯৮,৩৭৭	৪,৯১,৮৮৯	৬২৪.৭৯	৯৯.৪৮
উত্তরা ব্যাংক লিমিটেড	৭৮১	১১,২৪৩	১২,০২৪	২১৬০.৭৬	
মোট	৯,৪৪,৪৯৭	৬,৫২,০০৭	১৫,৯৬,৪৯৪	২২৫৩৯.৯১	

উৎসঃ সংশ্লিষ্ট ব্যাংকসমূহ।

মন্ত্রণালয়/বিভাগের ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচি

দারিদ্র্য বিমোচনে সামাজিক নিরাপত্তা বিষয়ক নানা ধরনের প্রকল্প/কর্মসূচির পাশাপশি সরকার বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সংস্থার মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণ করেছে। দারিদ্র্য বিমোচনের এই মডেলকে টেকসই করতে সরকার ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা তৈরির প্রতি গুরুত্ব আরোপ করছে। এ লক্ষ্যে অর্থ বিভাগসহ অন্যান্য মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থাসমূহ কাজ করে যাচ্ছে। সারণি ১৩.১৩ তে কয়েকটি মন্ত্রণালয়/ বিভাগের ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রমের বিবরণ তুলে ধরা হলোঃ

সারণি ১৩.১৩: বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের ক্ষুদ্র ঋণ পরিস্থিতি

(কোটি টাকা)

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সংস্থা		২০০৯-১০ (ক্রমপুঞ্জিত)	২০১০ -১১	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭ (ডিসেম্বর, ২০১৬)	ডিসেম্বর, ১৬ পর্যন্ত (ক্রমপুঞ্জিত)
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ	**বিআরডিবি**									
	বিতরণ	৯১৪০.৩	১০০০.	৯৩১.৪	৯৩৫.	৯৭২	৯৮৫.৮	১০৬৫.৭	৭১৮.৮০	১৩৭৪২.৩২
	আদায়	৭৬৬৩.২৪	৭৩৭.৭	৮৭১.৯	৮১৫.০৩	৮৮৪.৫	৯১০.৪	৯৯৭.৪৮	৭০৫.৮৩	১২৫০৯.৩৬
	হার (%)	৯৩	৯১	৯০	৯৪	৯২.৩৪	৯২	৭৩	৬৬	৯১
	বার্ড									
	বিতরণ	৯৫.৪৭	৯.৯৫	৬.৭৭	১৪.৮৬	১৪.৭১	৪.১১	৪.৫৪	-	১৫০.৪১
	আদায়	৯৫.৪৬	৬.৫৯	২.১৬	৮.৬৩	৯.০৩	২.৫৬	৩.০৮	-	১২৭.৫১
	হার (%)	৭৯.৬১	৬৬.২	৩১.৯১	৫৮.০৮	৬১.৩৯	৬২২৯.	৬৮	-	৮৪.৭৭
	আরডিএ									
	বিতরণ	৩২.৩৬	৬.৯১	৬.১৯	৯.৫৪	১৩.৬৮	১৩.৮৬	১৩.৮৬	৬.৫০	১০২.১৭
	আদায়	২৭.৮৮	৬.২৫	৬.৩৬	৮.০১	১২.১২	১২.১২	১১.৪৬	৭.৫৪	৯২.২৭
	হার (%)	৯২.২৬	৯০.৪	১০২.৭	৮৩.৯৬	৮৮.৬	৮৮.৬	৯২.০৫	৮৯.৬২	৯০.৮৬
মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয়	**জাতীয় মহিলা সংস্থা**									
	বিতরণ	৩৪.৯১	০.০৪	২.৫৬	২.০০	৯.১৭	৩.০১	১.২৯	১.১৫	৫৪.১৪
	আদায়	৩৫.৪৭	-	৪.৯২	২.১০	৭.৪৫	১.৬৬	৪.৭২	২.৩৩	৫৮.৬৭
	হার (%)	১০১.৬০	-	১৯১.৮	১০৫.০০	৮১.২৪	৫৫.৩৯	৩৬৫.৯	২০১.৭৩	১০৮.৩৬
কৃষি মন্ত্রণালয়	**তুলা উন্নয়ন বোর্ড**									
	বিতরণ	০.৩৩	০.৬৪	০.৭৭	১.১৭	১.২৬	১.৭১	১.২২	১২৭.৯০	১৩৫.০০
	আদায়	০.৩৫	০.৬৭	০.৭৮	১.২২	১.৩২	১.৭৮	১.২৮	-	১৪.৮
	হার (%)	১০৫.১৩	১০৪.১	১০১.৮	১০৫	১০০.৫	১০৩.৯	১০৪.৮৬	-	১১.০০
মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	বিতরণ	২৯.৬৫	৩.৯৪	১০.২	৩.৪	৫.৫৬	৭.০০	৭.৯৮	৩.৯৪	৭১.৭১
	আদায়	৯.৬০	২.২৫	৭.৮০	৯.০	৩.২৫	৪.৫২	৮.০৩	০.৪৫	৪৪.৯০
	হার (%)	৩২.৩৭	৫৭.১০	৭৬.২৪	২৬৪.৭০	৫৮.৪৫	৬৪.৫৭	১০০.৬২	১১.০০	৬২.৬১

উৎসঃ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়। **নোটঃ** আদায়ের ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী বছরের অনাদায়ী হিসেব অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় কিছু কিছু ক্ষেত্রে আদায়ের হার শতভাগের বেশি হয়েছে।

১৯৯

২০১